রেজিষ্টার নং ৭৭ Rigistered No. 77 রেজিষ্টার নং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

127 133

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৸, ডাক মাশুল ১৷০, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৮০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷০, ডাক মাশুল ১৷০ টাকা প্রতি খণ্ড ।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০আনা।

৯ম ভাগ কলিকাতাঃ—২৩এ বৈশাখ, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ৪ঠা মে ১৮৭৬ সাল। } ১২ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—:০।০:—

প্রমোদ কুমার নাটিকা।

সংস্কৃত যন্ত্রে, ক্যানিং লাইব্রেরি, চিনাবাজার ২৯,৫০ ও ৫১ নং রসময় সুরের দোকানে ও ৫৬ নং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য মূল্য ।৵ আনা মাত্র ডাক মাশুল ৵ আনা

নিম্ন নিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রী যুক্ত বাবু শশী ভুষণ দের বাটিতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতেতে প্রাপ্তব্য।

১। স্পিরিট ক্যাম্‌কর। এই মহৌষধ অতিসার ও উলাউঠা ব্যাধির বিশেষ উপকারী এবং ইহা দ্বারা অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মূল্য ॥৵০ প্যাকিং /১০

২। গ্রীষ্মকালীন পানিয় দ্রব্য। পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক চামচে পান করিলে শরীর সিদ্ধ, হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধিকারক ও পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মূল্য ॥৵০ প্যাকিং ৵

৩। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃৎকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শ, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদারাধ্যান, বায় উদ্গার ইত্যাদি মুল্য ১ প্যাকিং ৵

৪। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামডালে, বিদ্ধুলে, কণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৮০ প্যাকিং

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকণি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁছড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৮০ প্যাকিং ৵

৬। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ॥০ প্যাকিং /১০

৭। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, প্রমেহ মূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক পুরতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৵ প্যাকিং /

৮। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নূতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ানি, ও গৃহিণী পীড়ার উপশম হইবে। মূল্য ৮ ঐ

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম॥ পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা নূতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা অর্শ পীড়ার ঘা বলিয়া থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য ॥০ ঐ /১০

এস বি, দে এণ্ড ডি, এন মিত্র, এল, এম, এস কৃত॥

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

BY

KISHORI LAL SARKAR M. A. B. L.

Price Rs. 3

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to remove the difficulties which stand the unintiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally·
Law Observer,

To be had at the Amrita Bazar Putrika Office and Thacker Spink & Co's Library.

জেলা রাজসাহী নাটোরের সন্নিধ্য আতাইকুলা নিবাসী আমার আত্মীয় শ্রীশ্রীনাথ মৈত্রেয় ১৭ বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছেন। আগামী জৈষ্ঠ মাসে তাঁহার উদ্ধ দৈহিক নির্ব্বাহের উদ্যোগ হইতেছে। তজ্জন্য এই বিজ্ঞাপন দিতেছি যে, যদি কেহ নিম্নের অবয়ব বিশিষ্ট উক্ত মৈত্রয় মহাশয়ের জীবিত সংবাদও ঠিকানা ১০ জ্যৈষ্ঠের পূর্ব্বে আমাকে দিতে পারেন ও সেই ঠিকানা মত বিশ্বস্ত লোক গিয়া উক্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হন তবে আমি সংবাদদাতাকে ১৫০ টাকা পারিতোষিক দিব। উক্ত ব্যক্তির প্রসিদ্ধ কোন তির্থ স্থানে, দেবালয় কি আখড়াদিতে থাকাই সম্ভব। যদি মৈত্রেয় মহাশয় স্বহস্ত লিখিত পত্র দ্বারা তাঁহার জীবিত সংবাদ আমাকে দেন তবে ঐ উর্দ্ধ দৈহিকাদি নির্ব্বাহিত হইবে না।

বয়স ৫২।৫৩ বৎসর, অবয়ব অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব, উত্তম শ্যামবর্ণ, কপালের উপর দক্ষিণ দিকে চুল মোড়ান ভ্রূর নিকট একটী আচলী ও দীর্ঘ ক্ষত দাগ একটী, নাভির উপর পেটে গোলাকৃত দাগ ও একটি কর্ণে ছিন্ন দাগ।

৭ই বৈশাখ } শ্রী বল্লবী কান্ত ভট্টাচার্য
রাম নারায়ণ পুর
থানা মথুরা, ভরেঙ্গা পোষ্টাফিস
১২৮৩ সাল } জেলা পাবনা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান
প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমূত্র পীড়ার মহৌষধ।

ইহা নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সামান্য বহুমূত্র এবং দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা ও মস্তিষ্কে হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার মূত্রাধিক্য ও মধুমেহ পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য হয়।

এক মাসের ব্যবহারোপযুক্ত ঔষধ ২ কৌটা		৫ টাকা
ঘৃত ১ শিশি এক পোয়া		৪ টাকা
তৈল ১ ঐ	ঐ	৪ টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল		২ টাকা

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকাল পকতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট রূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘুর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুজ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত।

মুল্য ১ শিশি ১ টাকা ডাকমাশুল ।৵০ আনা

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগারোগ্য, দন্তমল দৃঢ়, মুখের দুর্গন্ধ দূর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ণ হয়।

১ কৌটা ॥০ ডাকমাশুল ।০ আনা

সুধাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ মেচেতা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্ক ত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত ও বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঘামাচি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সদ্‌গন্ধযুক্ত।

১ শিশি ৮০ ডাকমাশুল ।৵০ আনা

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ।

যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্য কাব্য।)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা, সোভা বাজার, ৫০ নং গ্রে ষ্ট্রীটে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য, মূল্য ১ এক টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৵০ অনা।

প্রকৃত বন্ধু নাটক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত।

মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ তিন আনা।

কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট কেনিং লাইব্রেরীতে, ৪নং ষ্ট্রেণ্ড রোডে, ও শ্যাম বাজার কর প্রেসে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

পার্ব্বতী চরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত লাবণ্যবতী নামক কৌতুকাবহ উপন্যাস কলিকাতা ঝামাপুকুর বেচু চাটুর্য্যের লেন সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ১ এক টাকা মূল্যে প্রাপ্য।

মোং নং ২২৮। ১৮৭৫।

বঙ্গদেশান্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়মস্থিত হাইকোর্ট বিচারালয়ের

সাধারণ আদিম দেওয়ানি—বিভাগ।

নন্দলাল সেন

বনাম

আশুতোষ শেঠ এবং অন্য এক ব্যক্তি।

বঙ্গদেশান্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম স্থিত হাইকোর্ট বিচারালয়ের সাধারণ আদিম দেওয়ানী বিভাগের সন ১৮৭৫ সালের ২২৮ নম্বরের মোকদ্দমা, যাহাতে নন্দলাল সেন বাদী এবং আশুতোষ শেঠ ও ননীকিশোরী দাসী প্রতিবাদী হয়, উক্ত মোকদ্দমার সন ১৮৭৫ সালের ১লা সেপটেম্বর তারিখের ডিক্রী অনুসারে উপরোক্ত আদালতের রেজিষ্টার সাহেব কর্তৃক আদালত গৃহস্থিত তাঁহার নীলাম ঘরে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সন ১৮৭৬ সালের ২০এ মে শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ বেলা এক ঘটিকার সময় বিক্রয় হইবে।

সহর কলিকাতার বৃন্দাবন বসাখের ষ্ট্রীট স্থিত ১০ নম্বরের (সাবেক ৩১ নং) দোতালা বসত বাটীর দরোবস্ত হকুক সমেত তৎসংলগ্ন ও তৎঅধিকৃত ভূমি খণ্ড সকল, যে জমির কথকাংশের উপর উক্ত গৃহ নির্ম্মিত ও স্থাপিত আছে। উহার পরিমাণ আনুমানিক ন্যুনাধিক তিন কাটা চারি ছটাক। উক্ত বাটী ও ভূমি খণ্ড সকল নিম্ন লিখিত রূপে সীমাবদ্ধ আছে, যথা উত্তরে বৃন্দাবন বসাখের ষ্ট্রীট, দক্ষিণে মৃত নীলমণি শুরের রায়তী জমি, পূর্ব্বে মৃত কমল লোচন বসাখের ভাড়াটিয়া বাটী এবং শ্রীশ্রীঈশ্বর ঠাকুরের মন্দির, পশ্চিমে মৃত রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসত বাটী।

হাইকোর্টের সাধারণ আদিম দেওয়ানী বিভাগের রেজিষ্ট্রার সাহেবের আফিসে অথবা বাদীর য়্যাটর্ণী শ্রীযুত বাবু শ্যামলধন দত্তের আফিসে স্বত্তের চুম্বক এবং বিক্রয়ের সর্ত্ত সকল নীলামের পূর্ব্বে যে কোন দিনে দেখা যাইতে পারিবে এবং উহা নীলামের সময় উপস্থিত করা যাইবে।

R. Belchambers
Registrar

আর, বেল চেম্বারস
রেজিষ্ট্রার।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও অন্যান্য ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান		মায় ডাকমাশুল
	১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১৸৴০
ঐ	ঐ ২য় সংখ্যা	১৷৴
হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব	১ম সংখ্যা	১৵০
অর্শরোগের মহৌষধ		১৷০

রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন

টাক রোগের মহৌষধ

হোমিওপ্যাথিক মেডিসন চেষ্ট	২৫
ঐ ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০

ঐ ১০ শিশি বাক্স

এই বাক্স এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তীত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহ নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ি
৩৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।

লর্ড লিটনের ছবি।

নূতন গবর্ণর জেনারেলের অতি উৎকৃষ্ট লিথোগ্রাফ ছবি আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। মূল্য ৴০।

৩৩৬, চিতপুর রোড কলিকাতা।

শ্রীদ্বারিকা নাথ রায়।

পকেট অভিধান, ১৬০০০ শব্দার্থ পাওয়া যায় মূল্য ॥০ মাশুল ৴০। কলিকাতা গুপ্ত প্রেস। বড় বড় অভিধান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম।

আমরা বিলাত হইতে অতি উত্তম উত্তম মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম অর্থাৎ বিলাতি ছিপ, সুতা, হুইল, গট, বড়সি ইত্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় তত্ত করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

ডি, এন, বিশ্বাস এবং কোং
৩২ নং ডেল হাউস এস্কয়ার দক্ষিণ
বন্দুকের দোকান।
কলিকাতা।

সহর কলিকাতার অন্তর্গত সিমলার পরলোক গত হিন্দু অধিবাসী মাধবচন্দ্র দত্তের চরম উইল ও টেষ্টেমেণ্ট পত্রের প্রোবেট বঙ্গ দেশান্তঃপাতি ফোর্ট-উইলিয়মস্থিত হাইকোর্ট বিচারালয়ের টেষ্টেমেণ্ট ও ইণ্টেষ্টেট বিভাগ হইতে উপরোক্ত উইলের লিখিত অন্যতম এক্‌সী কিউটার শশীভূষণ দত্তকে প্রদত্ত হইয়াছে।

যে সকল ব্যক্তি উপরোক্ত সম্পত্তির পাওনাদার বলিয়া দাবি করেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দাবির বিবর উপরোক্ত একজিকিউটারের নিকট জ্ঞাপন করিবেন এবং যে সকল ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির ঋণী থাকেন তাঁহারাও অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের আপন আপন দেনা উক্ত ব্যক্তির নিকট আদায় করিবেন।

সুইন হো লা এণ্ড কোং
য়্যাটর্ণীগণ।
Swinhoe Law & Co.
Attorneys.

যশোর লোন কোম্পানী লিমিটেড
মূলধন ২০০০০ বিশ হাজার
টাকা, প্রতি অংশ দশ টাকা।

১৮৬৬। ১০ আইনানুসারে, উক্ত কোম্পানী স্থাপিত ও রেজেষ্টেরিকৃত হইয়াছে। কোম্পানি সংস্থাপনের অভিপ্রায় এই যে, টাকা কর্জ্জ দিয়া শুদ গ্রহণ করা এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য২ যে কর্ম্ম করা অবশ্যক তাহা করা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কেহ কোম্পানির মুলধনের অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যিনি যত অংশ লইতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাকে লিখিত পত্রের দ্বারা নাম নিবাসাদি সহ জ্ঞাত করিবেন। কোম্পানীর কার্য্য সম্বন্ধে যে কোন বিষয় কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি যশোর লোন কোম্পানীর কার্য্যালয়ে আমার নিকট অথবা ঐ কোম্পানীর পক্ষে মেনেজিং ডিরেকটর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন গুহ মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন
সেক্রেটরি লোন কোম্পান
যশোর।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম।

শ্রীচন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

৫৫ নং কলেজ স্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

হুগলি ব্রিজ হইতে ৪ নং জেটী পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে গত শনিবারে একখানী লেপ ফা মেঃ ম্যাকুলীন কোং ম্যানেজিং এজেণ্ট একুইটেবল কোল কোম্পানি লিমিটেড নামে শিরনামা খোয়া গিয়াছে, ঐ লেপাফার মধ্যে কতকগুলি দলিল আছে। তাহা ম্যাকনীল কোং ব্যতীত আর কাহারও প্রয়োজনীয় নহে অতএব যে কোন ব্যক্তি উক্ত লেপাফা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা ফেরত দিলে স্বাক্ষকারীদিগকে অত্যন্ত বাধিত করা হইবেক এবং আবশ্যক হইলে পারিতোষিক দেওয়া হইবেক।

MACNEILL & Co.
1, LYON'S RANGE.

নিম্নলিখিত পুস্তক দ্বয় কলিকাতা শোভাবাজার রাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে শ্রীরাজেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষের নিকট প্রস্তুত আছে।

হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা।

মনোহর উপন্যাস মূল্য ৵০ আনা ডাকমাশুল ৴০ আনা।

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রায়ধন পতি সিং, আজীমগঞ্জ	
" দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী, ঢাকা	
" মহেন্দ্রনাথ সরকার, গার গারিবা পোঃ আ[illegible] জেলা মালদহ	৫
" এম, এস, দত্ত মসুরি, এম, ডবলিউ, পি,	১০
" ঈশানচন্দ্র বক্‌সি, ধুবড়ি	৪
" গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বনগ্রাম	১০
" হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রহমৎপুর বরিসাল	১০
" আনন্দচন্দ্র রায় সব ইনস্পেক্টর নওয়াপাড়া সবডিবিজন কুষ্টিয়া	
" জগৎচন্দ্র বক্‌সি জেলা দিনাজপুর, পোঃ আঃ পাত্তিতলা	৫
" প্রতাপনারায়ন রায় ধামোয়ার গিরিডি কডনাইন	১০
" মধুসুদন বসু গগুা আউড়	৫
মৌলবি রহিজুদ্দিন চৌধুরী বানিয়াসি ঢাকা	১০
মৌলবী মহম্মদ আলীখাঁ আটিয়া ময়মানসিং	

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ২৩এ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

যুবরাজের ভারত দর্শনের ফল।

সম্প্রতি ডেলিনিউসের লণ্ডনস্থ সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন যে, যুবরাজ ভারতবর্ষে যে অসংখ্য উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি নিজে গ্রহণ করিতে না পারেন দুই জন সভ্য পার্লিয়ামেণ্টে এই প্রস্তাব উত্থাপন করার সংকল্প করিয়াছেন। কুইন বিকটরিয়া যখন সে দিন জর্ম্মেনী গমন করেন তখন তাঁহার প্রজারা তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করে। ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি কোন্ নজির অনুসারে পার্লিয়ামেণ্টের উপবেশন কালে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অপর রাজার অধিকারে গমন করেন? তাঁহার "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" উপাধি লইয়াও ইংলণ্ডে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। হাউস অব লর্ড ও কমন্সে ইহা লইয়া তুমুল সংগ্রাম গিয়াছে এবং ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে ইহা লইয়া ঘোরতর তর্ক বিতর্ক যাইতেছে। লুই নেপোলিয়ান জগত বিখ্যাত ও পূজনীয় ছিলেন। ইহার বাহু বিক্রমে ও বুদ্ধি-বলে ফ্রান্স ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে উপনীত হয়, কিন্তু তিনি যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন আর ফরাশিগণ তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। তিনি ইংলণ্ডে আশ্রয় লন ও তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার রাজ্ঞীর গাত্রালঙ্কার বিক্রয় করিয়া তাঁহার জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার পুত্র এখনও দুর্দ্দশান্বিত হইয়া নগণ্য অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন। বিসমার্কের বুদ্ধি বলে প্রশিয় এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি দেশের এরূপ উপকার করেন, তাঁহাকে দেশবাসীদের দেবতা বলিয়া পূজা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিসমার্ক কিরূপ ভয়ানক অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছেন! তাঁহার ভয়ের সীমা নাই। তাঁহাকে সহসা গুলি করিয়া কেহ না মারে এই নিমিত্ত অহোরহ তাঁহার শরীর ধাতুনির্ম্মিত বর্ম্ম দ্বারা রক্ষিত রহিয়াছে, নিশ্চিন্তে তাঁহার দুই দণ্ড নিদ্রা যাইবার সাধ্য নাই, এবং পাঁচ বার চিন্তা না করিয়া পরম আত্মীয়ের প্রদত্ত কোন আহার্য্য দ্রব্যও গ্রহণ করিতে পারেন না। রুশি, ... সম্রাট এক জন অদ্বিতীয় লোক। তাঁহার বুদ্ধি ... রুশিয়া, প্রশিয়ার সমপদস্থ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আপাতত কি দুর্দ্দশা উপস্থিত। তিনি প্রশিয় ও ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কয়েকটী বিষয়ে সন্ধি স্থাপন করেন। ইহাতে প্রজারা তাঁহার উপর বিরক্ত হয়। প্রজারা এই কয়েকটী সন্ধি ভঙ্গ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করে। তিনি ধর্ম্মভীত লোক। ইহা ভঙ্গ করিতে অস্বীকৃত হন। এই অপরাধে তাঁহার পুত্র পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রু হইয়া উঠেন। প্রথম তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠে, এবং এখন শুনা যাইতেছে প্রজারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে অধিরোহণ করাইয়াছে। তিনি প্রায় বন্দী অবস্থায় আছেন।

ভারতবর্ষ পরাধীন। এদেশে ভিন্ন দেশীয় রাজা প্রভুত্ব করেন। এখানে রাজা প্রজায় কি সম্বন্ধ তাহা বলা না বলা তুল্য। তবে এখানেও আমরা দিন দিন একটী পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। ভারতবর্ষে পুর্ব্বে পুত্রের উপর পিতার অত্যন্ত প্রভুত্ব ছিল। শিষ্যকে গুরু দাস ...রূপ মনে করিতেন। স্বামী স্ত্রীকে ক্রীত বস্তু মনে ...। জমিদার মনে ভাবিতেন, তাঁহার সুখের ...বিধাতা প্রজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ...ভাব নাই। কলির আবির্ভাব হওয়াতে ...র প্রাদুর্ভাব হওয়াতে দাসত্বের যুগ ...জার যেরূপ রাজার ... আছে, রাজাও সেই রূপ প্রজার নিকট নির্দ্ধারিত কর্ম্ম করিতে বাধ্য। পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, প্রভু ভৃত্য, গুরু শিষ্য ইহারা সকলেই পরস্পরের নির্দ্ধারিত কর্ম্ম করিতে বাধ্য। যিনি তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাচ্ছিল্য করেন তিনিই অপরের নিকট তন্নিমিত্ত অপরাধী হন। সুতরাং পূর্ব্বে যাহারা গুরুজনকে দেব দেবীর ন্যায় ভক্তি করিত এখন রাজ দর্শন কি পিতা ও প্রভু দর্শনে তাহাদের মনে সেরূপ ভক্তি স্রোত প্রবাহিত হয় না। এখন মনুষ্যের স্বভাবনিহিত স্বাধীন ভাব দিন দিন প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিতেছে, নিঃস্বার্থ প্রেম সংসার হইতে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে, নাস্তিকতা ক্রমে জগত আচ্ছন্ন করিতেছে, এমন কি, লোকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আপনার স্বার্থের উপর নির্ভর করিয়া মীমাংসা করে। জগতের এখন এই ভাব। এই ভাব বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, তথাচ ইংরেজেরা বিশ্বাস করেন যে, যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন শুদ্ধ সেই নিমিত্ত ভারতবর্ষবাসীদিগের হৃদয় রাজ ভক্তিতে পরিপ্লুত হইয়াছে।

যুবরাজ ভারতবর্ষে কি উদ্দেশ্যে আগমন করেন ইহা জানিবার নিমিত্ত আমরা বিশেষ কৌতুকাবিষ্ট হই। ইহা অবগত হইবার নিমিত্ত আমরা কত যত্ন করি, কত ইংরাজি সম্বাদ পত্র পাঠ করি, কিন্তু কিছুতেই আমাদের এই কৌতুক তৃপ্তি হয় না। সম্প্রতি পেলমেল গেজেট লিখিয়াছেন যে, যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমন করায় এদেশীয়দিগের হৃদয়ে রাজ ভক্তির প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারবাসীরাও লর্ড লিটনকে এই কথা বলেন। বিধাতা করিতেন যে ইংরাজ জাতির এই বিশ্বাসটি প্রকৃত হইত, কিন্তু তাহারা ইহা বিশ্বাস করেন না। এরূপ বিশ্বাস থাকিলে নাটক অভিনয় সম্বন্ধে কঠোর আইন প্রচলিত হইবার প্রস্তাব হইত না, ইণ্ডিয়ান লেজিস্লেশন বিল ও প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট বিল বিধিবদ্ধ করিবার উদ্যোগ হইত না, সুতরাং যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে যদি আমাদের প্রকৃত রাজ ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে তাহার ফল ভোগী আমরা হইতেছি না। আমরা রাজভক্ত হইয়াছি বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা সদয় হন নাই। আমাদের প্রতি তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা সন্দেহের হ্রাস হয় নাই। তাহারা কঠোর শাসনের শিথিলতা করেন নাই, প্রত্যুত ইহার বৃদ্ধি হইয়াছে।

যুবরাজের ভারত দর্শন উপলক্ষে দ্বিতীয় উপকার এই হইয়াছে। মহারাণী "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ভারতবর্ষের উপকার কি অপকার হইবে তাহা বিধাতা জানেন। কিন্তু যে দিন অবধি মহারাণীর এই উপাধি গ্রহণের কথা উঠিয়াছে সেই দিন অবধি আমাদের মন চিন্তাকুল হইয়াছে। ডিসরেলী সাহেব যদি এ কথা না বলিতেন যে, মহারাণীকে "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" দেখিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষবাসীগণ ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা হইলে আমরা ইহার নিমিত্ত এত চিন্তাযুক্ত হইতাম না। তিনি যদি এ কথা না বলিতেন, যে যুবরাজকে ভারতবর্ষবাসীরা অতিশয় যত্ন করে, মহারাণী ইহাতে ভারতবর্ষবাসীদিগের উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এই উপাধি গ্রহণ করিতেছেন; যদি মহারাণীর এম্প্রেস উপাধি গ্রহণের কথা শুনিয়া ইংলণ্ডবাসীরা উৎকণ্ঠিত না হইতেন; রুশিয়ারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে এই নিমিত্ত মহারাণী এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ করিলেন ডিসরেলী এই কথা বলিয়া এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধির সঙ্গে যদি সংহার মুর্ত্তির ভাব সংশ্লিষ্ট না করিতেন, তাহা হইলে আমরা ইহার নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইতাম না। ভারতবর্ষবাসীরা মহারাণীকে "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে এ কথাটী সম্পূর্ণ অলীক। "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" উপাধি দ্বারা যদি ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকার হইত তাহা হইলে ডিসরেলীর এরূপ ছলনা করার প্রয়োজন কি? তিনি বলেন যে, মহারাণী ভারতবর্ষবাসীদিগের নিকট প্রত্যুপকার স্বীকার করিবার নিমিত্ত এই উপাধি গ্রহণ করেন, অথচ ইহাতে এদেশের কি উপকার হইল তাহা তিনি বলিলেন না। মহারাণীর "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" উপাধির সঙ্গে সামান্য উপাধির তুলনা করাতে যদি আমাদের কোন অপরাধ হয় তাহা হইলে রাজ পুরুষেরা ক্ষমা করিবেন, কিন্তু এদেশে উপাধি সম্বন্ধে অনেক দিন অবধি লোকের ভক্তি গিয়াছে। যে দেশের লোক অন্নের যন্ত্রণায় লালায়িত সে দেশের লোকের উপাধি বিড়ম্বনা মাত্র। যে দেশের লোকে মহারাণীর নামে কম্পিত কলেবর সে দেশের লোকের "এম্প্রেসের" নামে আশঙ্কায় প্রাণ ত্যাগ হইবে। মহারাণীর "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" উপাধি গ্রহণ দ্বারা এ দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে তাহা আমরা জানি না। তবে ইহার প্রতি আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে এবং যদি ডিসরেলী সাহেব এদেশীয়দিগকে ভাল বাসিয়া মহারাণীকে "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" উপাধি দ্বারা সুশোভিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার এ সন্দেহ দূর করা উচিত ছিল। আমরা ইংরাজদিগের সংহার মূর্ত্তি অপেক্ষা শান্ত মূর্ত্তিকে অধিক ভয় করি। সংহার মূর্ত্তিকালে আমরা আসন্ন বিপদ বুঝিয়া সেই রূপ কার্য্য করিতে পারি, কিন্তু তাহাদের শান্তমূর্ত্তির মোহিনী শক্তি আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। তাহারা এদেশের যত বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছেন সে এই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া। ডিসরেলী সাহেব এখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। আমরা সেই নিমিত্ত আরো অধিক ভীত হইয়াছি।

তবে একটী উপকার হইয়াছে। ইংলণ্ডবাসীদিগের মুখে এখন ভারতবর্ষের কথা অনেক শুনা যাইতেছে। টাইমস প্রভৃতি সংবাদ পত্র ভারতবর্ষবাসীদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত এখন যত্ন করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে তাহারা এরূপ কখন করেন নাই। এবং যদি ইংরাজ সমাজে আমরা একবার স্থান প্রাপ্ত হই তাহা হইলে আমাদের উন্নতি আর কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।

ভদ্র বংশ রক্ষার উপায় কি?

পুরাতন বৃক্ষের উৎপাদিকা শক্তি কেবল হ্রাস হয় না, উহার উৎপন্ন ফলও বিস্বাদ হইয়া যায়। এক ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল এক বিধ শস্য জন্মিলে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি কেবল হ্রাস হয় না, উৎপন্ন শস্যও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। বৃক্ষ লতা প্রভৃতির পক্ষে যে নিয়ম আমাদের বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে সেই নিয়ম। আমরা এদেশে দেখিতে পাই যে পুরাতন গণ্ড গ্রাম সমুদয় উচ্ছিন্ন গিয়াছে, পুরাতন বংশ সমুদয় নির্মূল হইয়াছে। এক স্থানে যাহারা সাত পুরুষ বাস করিয়াছেন তাহাদেরই ক্রমান্বয়ে বংশ প্রায় লুপ্ত ও দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। এদেশের ভদ্র লোকের দুরবস্থার এই একটী বোধ হয় বলবৎ কারণ। পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করা এদেশীয়দিগের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর বিষয়। তাহারা পৈতৃক বাসস্থানকে কেবল অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করেন না, পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত নিদারুণ কার্য্য। এই নিমিত্ত ভদ্রবংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে এক স্থানে অবস্থিতি করেন এবং দীর্ঘকাল এক স্থানে বাস করায় তাহাদের বংশোৎপন্ন সন্তান সন্ততি ক্রমে নির্জ্জীব ও নির্ব্বংশ হন। আমরা এই নিমিত্ত কোন ভদ্র পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলেই দেখি যে, গ্রাম জনশূন্য। যে স্থানে পূর্ব্বে এক শত পরিবার বাস করিত সেখানে হয় ত একটী মাত্র ... করিতেছে, আবার সেও হয় ত ... বারে পুরুষ মাত্র নাই ...

দেখা যায় না যেখানে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি না পড়িয়াছে। এখন দশ খানি পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিলে একটী ভদ্র বংশের শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায় না। ভদ্র বংশের এই দুর্দ্দশার অনেক কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু ভদ্র বংশীয়দিগের দীর্ঘকাল এক স্থানে অবস্থিতি করা যে এই দুর্গতির একটী কারণ তাহার কোন ভুল নাই। যে নদীর স্রোত রুদ্ধ হয় সে নদী জন সমাজের উপকারজনক না হইয়া প্রত্যুত বিস্তর অনিষ্টকর হয়। সমাজের অচল অবস্থাও এই রূপ অনিষ্টকর। আমাদের এই বিশ্বাস যে, এ দেশের অচল সমাজ কোন গতিকে উত্তেজিত করিতে পারিলে আমরা অকাল মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইতাম। দেশে অর্থের স্বচ্ছলতা থাকিলে সমাজ জীয়ন্ত থাকে, শারীরিক সুস্থতা থাকিলে জীয়ন্ত থাকে, মানসিক সুখ থাকিলেও সমাজ অচল হইয়া যায় না। কিন্তু নির্ধনতা, অসুস্থতা ও মানসিক কষ্ট এ সমুদায় আমাদিগকে দিন দিন অভিভূত করিতেছে, আবার তাহার উপর এই রূপ দীর্ঘকাল এক স্থানে বাস। এই সমুদয় নানা কারণে ভদ্র বংশের মধ্যে যে ভয়ানক বিষ প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে বোধ হয় অচিরাৎ আমাদের নির্মূল হইতে হইবে। এই আসন্ন প্রলয় হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত কখন কখন আমাদের ইচ্ছা হয় যে, এ দেশে কোন রূপ একটী বিপ্লব উপস্থিত হইত, কখন ইচ্ছা হয় যে [illegible] এক [illegible] উত্তেজিত করিতেন, কখন ইচ্ছা হয় [illegible] লোক [illegible] ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তনের [illegible] আমাদের দুর্ব্বল সমাজ সহ্য করিতে পারিবে কি না তাহা আমরা জানিনা। অস্বাভাবিক মৃত্যু অপেক্ষা স্বাভাবিক মৃত্যু কর্ত্তৃক মনুষ্য অল্প যাতনা সহ্য করে। আবার আত্মহত্যা মহাপাপ। এই নিমিত্ত এই রূপ কোন অস্বাভাবিক উত্তেজনা করিতে আমাদের ভয়ের উদয় হয়। কিন্তু ভদ্র বংশকে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার বোধ হয় একটী স্বাভাবিক উপায় আছে। এই উপায়টী উপনিবেশ স্থাপন। বৃক্ষ স্থান পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক যদি [illegible] সহিত রোপণ করা যায় তবে সে বৃক্ষ সতেজ হইয়া [illegible]। ধান্যের চারা স্থানান্তর করিয়া রোপণ করিলে তজ্জাত ফল বহু গুণে শ্রেষ্ঠ হয়। যে রোমীয়েরা ভুবন বিজয়ী হইয়াছিলেন, যে ইংরাজদিগের বিক্রমে আমরা রাত্রি দিন সশঙ্কিত, যে আমেরিকাবাসীরা এখন বুদ্ধি বিদ্যা বিজ্ঞান চর্চ্চা প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছেন ইহারা সকলেই উপনিবেশী। আমরা যে আর্য্য বংশের এত গৌরব করি তাহারাও অপর স্থান হইতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। আমাদের উপনিবেশের উপকারিতা দর্শন করিবার নিমিত্ত অপর দেশে গমন করার প্রয়োজন করে না। আমরা বাঙ্গলায় ইহার শত শত উদাহরণ দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গালায় প্রথম পশ্চিম হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন কায়স্থ আগমন করেন। তাহার পর আর তিন জন কায়স্থ আইসেন। এই কয়েক জনের অল্প দিনের মধ্যে এত পরিবার বৃদ্ধি হয় যে প্রায় বাঙ্গালার সর্ব্বত্র তাহারা আচ্ছন্ন করেন, অধুনা যে সমুদয় নগর বাজার স্থাপিত হইয়াছে সে সমুদয় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি পুরাতন নগরের পুর্ব্বে যে অংশে অধিক ধন ও জন সংখ্যা ছিল, পূর্ব্বে যেখানে সম্ভ্রান্ত লোকে অবস্থিতি করিতেন কি অধিক বাণিজ্য ব্যবসা হইত, এখন সেখানে কিছু নাই। এ সমুদয় নগর মরিয়া নূতন স্থানে [illegible]ছে। মাতুল আশ্রমে যে বংশ বাস করি[illegible] বংশ সেখানে প্রায় প্রধান হইয়া [illegible] কৃষি প্রজাদিগের বংশ [illegible] করেন তাহা হইলে তাহারা নূতন স্থানে গমন করিয়া সতেজ হইবেন ও ইহার দ্বারা আমাদের অচল সমাজ সজীব হইয়া উঠিবে। আমাদের অপর দেশে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা এক রূপ অসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু ভারতবর্ষ একটী ক্ষুদ্র দেশ নহে। ভারতবর্ষকে একটী মহা দেশ বলিয়া তত্ত্ব পণ্ডিতেরা বর্ণন করেন। বাঙ্গালা ও মধ্য ভারতবর্ষ এক দেশ নহে, বোম্বাই ও পাঞ্জাব এক দেশ নহে, মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলও এক দেশ নহে। আবার ভারতবর্ষে বিস্তর স্বাধীন রাজা আছেন, তাঁহাদের রাজ্য শাসন প্রণালী অন্য রূপ এবং অনেক রাজার শাসন প্রণালী সভ্য না হইলেও এদেশীয়দিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক উপযোগী হইতে পারে। আমরা মনে করিলে এই ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারি। এখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গমনাগমন করার আর কোন বাধা নাই। আবার ধন উপার্জ্জন ও অন্যান্য নানা কারণে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র বাঙ্গালী গমন করিয়াছেন। সুতরাং এ দেশীয়েরা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কর্ম্ম উপলক্ষে গমন করিয়া অনেকে এই রূপ অবস্থিতি করিয়াছেন। অনেকে সেখানে দুই তিন পুরুষ বাস করিয়াছেন। ইহাদিগকে যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই এই উপনিবেশের উপকারিতা স্বীকার করিবেন। সেখানে যে সমুদয় বাঙ্গালীরা অবস্থিতি করিতেছেন তাহারা এদেশের বাঙ্গালীদিগের ন্যায় জরাজীর্ণ নহেন। তাহারা [illegible] বাঙ্গালীদিগের শারীরিক বল ও বাঙ্গালীদিগের বুদ্ধি [illegible] হইয়াছেন। যে সমুদয় বাঙ্গালিরা স্বাস্থ্যকর দেশে গমন করিয়া একবার অবস্থিতি করিয়াছেন তাহাদের আর এদেশে আগমন করার ইচ্ছা থাকে না। তবে তাহারা সমাজের অনুরোধে এদেশে গমন করেন, সুতরাং যদি বাঙ্গালীরা এই সমুদয় স্বাস্থ্যকর দেশে গমন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহারা ইহার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। অনেক স্বাধীন রাজা হয়ত আহ্লাদ সহকারে আমাদিগকে তাহাদের রাজ্যে বাস করাইবেন। যে কার্য্যে ইচ্ছা হয় তাহা সম্পন্ন করার সুবিধা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি বঙ্গবাসীরা উপনিবেশ করিতে স্থির সঙ্কল্প হন তাহা হইলে তাহারা সকল বাধাই উলঙ্ঘন করিতে পারিবেন। ✗

পাওনিয়ারের এক জন সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন যে, নাগা পর্ব্বতে যাহারা জরিপ করিতে গিয়াছেন তাহারা ক্রমে কার্য্যের সুবিধা করিতেছেন। প্রায় দুই তিন সহস্র বর্গ মাইল জরিপ হইয়াছে। যাহারা জরিপ করিতে গিয়াছেন তাহাদের এখনও পদে পদে বিপদ আশংকা করিয়া কার্য্য করিতে হইতেছে। তাহারা কোন২ গ্রামে উপস্থিত হইলে গ্রাম্য লোকে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবার উদ্যোগ করে। অনেক সময় এই নিমিত্ত বিবাদ উপস্থিত হয় এবং যাহারা জরিপ করিতে গিয়াছেন তাহারা বন্দুক দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করিতে বাধ্য হন। কোথায়২ গ্রাম পর্য্যন্ত ভস্মীভূত করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে হয়। এক সময় ক্যাপ্টেন বটলারের ন্যায় হিণ্ড সাহেবকেও নাগারা হত্যা করিবার উদ্যোগ করে। এক দিন হিণ্ড সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন ইতি মধ্যে সহসা এক জন নাগা পশ্চাৎ দিক হইতে তাহাকে বল্লম দ্বারা আঘাত করে। সৌভাগ্য ক্রমে তিনি জানিতে পারিয়া সতর্ক হন। তাহার শরীরের কয়েক স্থান বল্লম দ্বারা আহত হয় বটে কিন্তু তিনি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন না। জরিপের উদ্দেশ্য কি এবং জরিপ কাহাকে বলে তাহা নাগরা বুঝিতে পারে না। তাহাদের বিশ্বাস যে, ইংরাজ রাজ্যে অন্ন নাই এবং [illegible] নিমিত্ত ইংরাজেরা নাগা পর্ব্বতে আগমন [illegible]। তাহারা [illegible] এক জন ইংরাজকে [illegible] বৎসর এখানে আইস, তোমাদের দেশে কি চাউল নাই, এখানে কি তাহারই নিমিত্ত আগমন কর?' নাগরা দুরন্ত জাতি। দুর[illegible] জাতিদিগের অপরের প্রতি অত্যাচার ও নিষ্পী[illegible] করা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। হয় ত এই নিমিত্ত নাগা[illegible] সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যাহাদিগকে জরিপ করিতে পাঠা[illegible]ছেন তাহাদের বিবাদ হইতেছে। কিন্তু তাহা[illegible] নাগারা এ কথা বলিবে কেন যে, ইংরাজ রা[illegible] নাই সেই নিমিত্ত এখানে ইহারা অসিয়াছে[illegible] একটী কথা দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে, গব[illegible] প্রেরিত লোকগণ তাহাদের অন্নের হন্ত[illegible] এবং তন্নিমিত্ত তাহারা এই রূপ বিবা[illegible] আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের নাগা[illegible] গোলোযোগের বিশেষ কারণ অনুসন্ধান কর[illegible] যদিও ইউরোপীয় জাতিরা অসভ্য জাতিকে [illegible] কৌশলে নির্মুল করা পাপ কি অন্যায় [illegible] করেন না, যদিও ইউরোপীয় জাতি এই রূপ [illegible] নানা দেশ হইতে আদিমবাসীদিগকে নির্মুল[illegible] তাহারা তাহাদের স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন[illegible] আমাদের বিবেচনায় ভারতবর্ষে এ রূপ নি[illegible] করার কোন প্রয়োজন নাই। এ দেশে আদিম[illegible] প্রবল নহে। রাজ্যের উত্তম স্থানেও এই আদিম[illegible] অবস্থিতি করে না। তাহারা দুর্গম পর্ব্বত ও [illegible] অবস্থিতি করে। তাহাদের প্রতি অত্যাচার [illegible] ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের বোধ হয় কোন লভ্য নাই।

মনুষ্য প্রকৃতির বিচিত্র গতি। আমি[illegible] পাই ইংলণ্ডে শীত ও অনশনে বৎসর [illegible] শত লোক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়, কিন্তু [illegible] জন্যে কেহ চক্ষের জল নিঃক্ষেপ করেন না। [illegible] কঠোর শাসনে প্রতিমুহূর্ত্তে কত লোকের [illegible] পারত্রিকের সকল আশা নষ্ট হইতেছে, তাহার [illegible] কেহ চক্ষের জল নিঃক্ষেপ করেন না। রাজ[illegible] মধ্যে প্রাণ দণ্ডের বিধি থাকাতে কত শত [illegible] ব্যক্তির অনর্থক প্রাণ নষ্ট হইতেছে, তাহার নিমিত্তও কেহ ব্যস্ত নহেন, কিন্তু পশু পক্ষির প্রতি কোন রূপ নিষ্ঠুরাচরণ না হয় ইহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত অনেকের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। আবার যাহারা [illegible] পক্ষীর প্রতি কোন রূপ নিষ্ঠুরাচরণ হইলে উ[illegible] করিতে পারেন না, তাহারা হয়ত মনুষ্যের [illegible] কঠোর রাজ দণ্ড প্রদান দেওয়ার নিমিত্ত নিতা[illegible] শীল। পশু পক্ষি উপায়বিহীন, আত্ম কষ্ট [illegible] করিতে পারে না, তাহাদের প্রতি স্বভাবতঃ দয়া হইতে পারে, কিন্তু যাহারা পশু পক্ষির প্রতি এই রূপ নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণের জন্যে অতিশয় ব্যাকুল তাহারা হয়ত প্রতি দিন আহারের নিমিত্ত কত পশু পক্ষি হত্যা করেন। তাহারা হয়ত জানেন যে, পশু পক্ষির জীবন অপেক্ষা মনুষ্যের জীবন অধিক প্রয়োজনীয়, সুতরাং অধিক প্রয়োজনীয় বস্তু পোষণের নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়োজনীয় বস্তুর ধ্বংশ করিলে জগতের অনিষ্ট হয় না। কিন্তু পশু অপেক্ষা যদি মনুষ্যের জীবন অধিক মূল্যবান তাহা হইলে অন্ততঃ পশু পক্ষির প্রতি নিষ্ঠুর[illegible] হইলে যেরূপ যত্ন দেখান হয়, নিরুপায়ী ম[illegible] প্রতি সেই রূপ যত্ন দেখান কর্ত্তব্য।

ম্যাঞ্চেষ্টরবাসীদিগের "চেম্বার অব কম[illegible] নামক সভার সম্প্রতি একটী বিশেষ অধিবেশন [illegible] বস্ত্রের উপর শুল্ক সম্বন্ধে হাউস অব লর্ডসে [illegible] বিতর্ক হয় এবং ভারতবর্ষের ষ্টেট [illegible] সংক্রান্ত যে মিনিট লিখেন, সেই বিষ[illegible] লিত হয়। সভ্যেরা এক মত [illegible] লিপিবদ্ধ করেন। "ষ্টেট [illegible] শুল্ক নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে [illegible] তাহা পাঠ করিয়া [illegible] এই পত্রে লিখি[illegible] দিলে ভার[illegible]

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, MAY, 4, 1876.

Intelligence has reached us from a source, which we cannot descredit, that the Bengal Iron Works Company are getting good pig iron from iron ores smelted in blast furnaces. If this information be correct, then it is one which ought to gladden the heart of every native of India. India, though so rich in iron ores, was never thought capable of producing pig irons so necessary for the development of the manufacturing resources of country. Attempts were made at different periods by able experts to manufacture good iron from Indian ores, but they invariably met with failure. It was however left to Mr. Whitelaw to open this new source of wealth to the people of India. This gentleman comes from Scotland and is the manager of the above Company. If his success is as real as it is reported to be, he will deserve a golden monument at the hands of a grateful nation.

———000———

Sir John Strachey did not realize the position of the "Court" when he administered a severe rebuke to the Assistant Magistrate of Allyghur for "bringing the administration of justice into contempt." The Assistant Magistrate thus delivered himself in a case in which he was himself a plaintiff, and Pachua defendant:—

"Pachua is hereby charged with having, on the 11th January, followed the court on its rising, and while the said court was in the act of mounting its buggy, came from behind, and seizing the court's dangling leg, the other foot being on the step, forcibly pulled back the court, frightened the horse, and nearly caused an accident. The reason alleged for this by accused is that he wanted to hear the result of an application of his. The practice by petitioners of pulling the courts by the legs is one which should be discouraged. Accused only says he is a poor man, admitting the truth of the complaint. He is sentenced to one mohth's rigorous imprisonment."

It is to be hoped that the practice of pulling the court by the ears is qually distasteful to the Assistant Magistrate, and that His Honor's use of it on this occasion may suffice to prevent the neeessity for a second application. We take the above from the *Pioneer*.

———000———

A copy of the following letter of Mr. Secretary Reynolds to the Director of Public Instruction has been sent to the Hon. Secretary, Indian League:

"With reference to the Resolution of the Lieutenant-Governor, No. 279, dated the 1st February last, in which you were requested to submit a scheme for carrying out the objects of the endowment established by Rai Luchmiput Singh Bahadoor, I am directed to inform you that the Lieutenant-Governor understands it to be the wish of the donor that the amount should be applied to the support of the technical school which is about to be founded by the Indian League, and His Honor has been pleased to assent to this appropriation of the fund."

The Resolution of the 1st February was the result of a misapprehension. The mistake occured in this wise. While Roy Bahadoor Luchmiput made his donation to the College founded by the League, he at the same time wrote to the Government giving the information to the authorities. In the usual course of business the letter of the Roy Bahadoor came before one of the Secretaries, who having no further information on the subject wrote the Resolution which Government at last found it necessary to correct.

———000———

Regarding the recent Lord Northbrook meeting the *Indu Prokash* says:—"Our readers must remember the incident of a few persons putting an amendment to a Resolution that was about to be passed by a public meeting held in Calcutta to consider the best way of perpetuating the memory of Lord Northbrook's administration. The *Hindoo Patriot*, who has always exhibited such intense admiration for the abilities of Lord Northbrook, has undertaken the task of publishing the names of the ten persons who seemed to support the amendment with what motive we do not know. We do not see why the *Patriot* thought the Ten would be put to shame by or have reason to fear the publication of their names in connection with this matter, when they had most considerately done the act in a *public* meeting. Notwithstanding all the strange conduct of the *Patriot*, however, the putting of the amendment shows the disagreement of Calcutta. The Indian League seems to be in favour of the amendment, but did not put it itself fearing, it seems, a defeat as many people would not naturally venture to support them in such an invidious task. We have seen elsewhere that Bombay is on the side of the Ten."

———oeo———

The following sentiments from the *Saturday Review* agree so exactly with those expressed by us some weeks ago that we make no apology in reproducing them:—

"At the present moment the Queen's subjects in India must be taken to be included among those persons over whom she rules as Queen of Great Britain and Ireland. To take the Indians out of this class would be, according to Mr. Disraeli, to put them in a separate and lower class. It is quite true that we, in point of fact, do look on the natives of India as a lower class than colonists of English descent, and it is now proposed to record this prepossession. The preference for the title of Empress over that of Queen is quite in accordance with this view. We should think it going down not going up, if our Queen called herself an Empress. But Empress is thought just good enough for India. It conveys with it a sort of contempt disguised under the show of a compliment. It is supposed to be likely to flatter the vanity of native princes, and it is thought to be calculated to inspire a delusive but pleasing belief in the personal power of the Sovereign, while at the same time it records the fact that India is a conquered country. Empress is in every way a lower title than Queen when applied to India, for it is a word despised by the governing race, and thought specially suited to the governed. When an occasion presents itself for making the intimate connexion of all the Queen's subjects with each other, it seems scarcely worth while to stamp upon a portion of them this mark of inferiority."

Thus the present ministry seperates us from the constitution by one stroke, and no opportunity was given us to express our views on the subject. That claim of ours to be treated on equal terms with other British subject is thus constitutionally ignored, and our patriotic brother of Kansaripara comes forward with indecent haste to congratulate the Queen on her assumption of this title! He had not the patience to wait till the terms of the Proclamation were made known, he was afraid lest any body anticipated him in his expression of loyalty! We cannot too strongly express our disapprobation of such conduct in a journal which pretends to represent public opinion. Fortunately for the reputation of the Indains as an intelligent nation, the Titles Bill was hurried through the House before Indian Public opinion on the measure could reach England, or the expression of our contemporary might have been taken, by interested parties to our eternal disgrace, as representing the opinion of the Hindoos, and an additional reason cited for passing the measure. We are not less loyal than our contemporary because we object to the title of Empress. We are loyal to British constitution and not Anglo-Saxon despotism.

———oo———

The *Hindoo Patriot* has the following:—

"Both the *Indu Prokash* and *Native Opinion* find fault with us for giving the names and designations of the "immortal ten," who disturbed the Northbrook meeting. In the first place we may mention that the names and disignations of the leading men among them were given in the report of the meeting in the morning papers, and we simply completed the list. But we appeal to our contemporaries to say whether those who publicly came forward to play the part they did need feel ashamed of the publication of their names. The morning papers however reported more which we did not think fit to reproduce. As for the general opinion among the native community regarding the conduct of the "ten," the sense of the meeting, the opinions contained in most of the Bengal papers, both English and Vernacular, and last though not the least the vote of censure passed by the League afford sufficient proof, and we do not think that we would have acted faithfully as an exponent of public opinion if we had omitted to advert to it. Our contemporaries are quite mistaken if they think that we noticed the matter from any feeling against the League. The good of the country ought to be our common object, and as union is strength we ought to sink minor differences of opinion for the advancement of the object. That the Leagne does not command the confidence of all is a matter of regret, and that we do not make a gratuitous statement will appear from the following extract from the *National Paper*."

If the 'ten" disturbed the serenity of the meeting it was owing to the false move of the promoters, who invited the *public* by an advertisement. When they saw that matters were gradually assuming a serious aspect, they immediately confessed they had nothing to do with the *public* and they had only invited the *admirers* of Lord Northbrook. Fortunately they took protection under the Presidency of Sir Richard Temple, or the result might have been what they little anticipated. The League passed no vote of censure upon the members of the Council who took any part in the meeting. Malicious people tried to connect the League with the action of the "ten," and the League disclaimed any privity or connivance in the matter. The disgraceful action of the majority who took the law in their own hands and used such ungentlemanly epithets as "turn them out" "kick them out," and the courage and patriotism of the 'ten" have been universally noticed. English and native papers, Bengallees and Bombayites have expressed one opinion upon the subject. It is a deliberate misstatement that most of the Bengal papers have disapproved of the conduct of the "ten." If it is necessary we can give a list. Our contemporary is very sorry that the League does not command the confidence of the public and sheds a flood of tears over the matter. If the fact pains him, why is he so very anxious to give it publicity and try to prove it? He quotes the *National Paper*, but he very well knows that the Editor of that paper was expelled from the Council of the League for conduct unworthy of a member of that body. From the establishment of the League our contemporary has never declined to make use of any art, however mean or unpatriotic, to throw dirt upon that body. He ferrets out passages from obscure newspapers, containing attacks against that body. He tries to foment internal dissensions forgetting that, those who could form such an organization in the metropolis of the Empire can also defy his puny efforts in that direction. He is always picking holes, now asking how was that money raised and so forth, and why was the date of a certain Resolution of the Council of the League omitted, &c. &c., not having the common sense to understand that it is of little moment how the money was raised provided it was raised and put in the custody of the League. He has even gone to the length of abusing the Chairman of the Council. But these are small matters when compared to the following outbursts of our contemporary. Was it not our contemporary, the great friend of the League, the *patriot par excellence* of India, who urged the Government to throw Luchmipat's donations into water rather than make it over to the Albert Temple of Science? Was it not the same patriot who expressed sorrrow that the Government made over the entire control of the Albert Temple of Science to the people without retaining the control in its own hand? Our contemporary does not know one fact and we shall enlighten him. *It was on that condition alone that the grant was accepted.* The Leaguers would have never accepted the liberal grant of Government burthened with any condition.

Hitherto our attitude has been always one of defence. We have never attacked the British Indian Association, for there are members in that body who command our sincere respect, and it is not our policy to foul our own nest. The result of this forbearance is, that our contemporary is always picking holes and doing all he can to bring the League into disrepute. The League has succeeded in spite of him, and he has not the sense to perceive it and to yield with a good grace. The effect of this forbearance on our part would have told differently upon a nobler mind. Our contemporary is always finding fault with the League. Is the British Indian Association an immaculate body? The public has right to see the list of the members of such an influential body, why is not this list published? Has the Association a committee and are the committee consulted? Have the members any voice in the deliberations of the meetting? The Association was the custodian of certain public funds; may we inquire what they have done with them? May we also inquire whether they have any account of the sum of 70 or 80 thousand rupees, subscribed by the public and spent by the Prince of Wales Reception committee? Will they publish the account and silence certain ugly, though no doubt unfounded, rumors? May we also inquire the number of persons present at the annual meeting of the Association which took place the other day? Was not the number only *seven* inclusive of the office-bearers? A few more queries of a different nature and we have done. Why was no step taken to arrest the introduction of the Criminal Procedure Code by that body? Is it or is it not a fact that the road-cess upon the peasantry of Bengal was imposed at the instigation of the British Indian Association? Was not the Majority Act, so disastrous in its consequences, introduced with the approval of that body? To speak in the language of our brother "we have no feeling against the Association. The good of the country ought to be our common object and as union is strength we ought to sink minor differences of opinion for the advancement of that object. That the Association does not command the confidence of all is a matter of regret and the above facts will shew that we do not make a gratuitous statement" when we say so.

———000———

DEPRECIATION OF SILVER.—Mother earth is giving up so much silver of late that our rupee is gradually losing its value. Now, had we no concern whatever with other nations this might have not troubled us at all. But since we must have dealings with other nations, sell our grains, and purchase cloths, this fall in the value of silver concerns us deeply. We cannot now introduce a gold currency, for where is the gold to come from? We must purchase it, and we must purchase it with silver which has fallen in value So this is no remedy at all. The question has however puzzled the brains of the profoundest economists of the day and it would be simply presumptuous on our part to offer any solution which has baffled the ingenuity of such men. Yet let us examine what effect this fall in the value of silver has upon our immediate interests.

We have to pay a tribute of 12 crores of Rupees in the shape of Home charges to England. But our Rupee has lessened in value in European markets, so the consequence is, we have to send a crore and half or thereabouts more to make up the loss. Here is a difficulty which affects us deeply. This difficulty might be obviated in two ways. Either by reducing the expenditure or borrowing the amount in England. Government will be compelled to adopt one of the above methods if it finds difficult to raise money by taxes to meet the loss. Another loss that we are likely to suffer from this depreciation, is the decrease of our exports. But it is extremely doubtful whether the decrease of our exports will increase the poverty of the nation.

We export raw materials and grains—and in exchange get cloth and articles of luxury. No nation ever prospered which exported grains, indeed all wealthy nations import them. It would be better for us, if our export trade in grains were destroyed and the energies of the nation directed to more lucrative occupations. When India was wealthy it never exported grains. Those who export raw materials allow other nations to drain their country of its wealth. There are countries no doubt which though wealthy, yet export raw materials, but they at least retain enough of them to meet their own requirements.

There are other minor losses which we are likely to sustain. For instance, Indians may find England to be a more expensive place than it was. But we expect also many advantages from the same cause. We expect for instance the Manchestrians to give up their contest with the mill-owners of India. The British merchants were incurring heavy losses of late to maintain their position. But as silver grows cheaper they must proportionately reduce the price of their commodities. They reached this limit long ago and had recourse to adulteration to make up their losses, but this additional blow will tell very seriously upon their prospects. They prayed for the abolition of the export duties but this same exchange question has rendered the abolition difficult, if not impossible. The financial difficulty brought about by the fall in value of the rupee is the only ground upon which the India Government resisted the premptory demands of the State Secretary to abolish those duties.

It is not Manchester alone, that is suffering, the value of every commodity imported into this country will suffer proportionately. And this is the time for the people of India to make an effort to revive their indigenous manufactures. It will take many many years before this evil is remedied and we hope to see the advantage utilized by our countrymen.

Then again those who send money to England find that they lose a great deal by the process. English residents here come to make money, that being the sole object of their leaving home for such a distant country. They find that living in England has increased in cost and they find it difficult to send their children there to be educated. They take every occasion to send their family home, but they will find it more costly now. They go home to recruit health, they will find it now more advantagous to seek a sanitarium in India. They take advantage of the liberal furlough rules to go home as often as they are entitled to them, but they will hesitate now and will be compelled to think less of such pleasant trips. They go home after making a fortune, or a competence, but it will take longer period now than before to make a fortune or competence. A few will be compelled to give up their idea of going home at all. Anglo-Indians who are in the habit of sending to England o their necessaries and luxuries will find themselves compelled to use Indian manufactures.

Now it has been calculated that about five millions of pound sterling are thus sent to England by private parties. We have already said that we incur a loss of a million and a half, on account of the Home charges. If this fall in the value of silver had the effect of retaining these five millions in the country, our gain would be greater than the loss, for while we lose a million and a half we retain five. If we could retain only a million and a half, still we would be no losers by this depreciation of silver. At any rate it is extremely doubtful, whether the question has any direct interest with the natives of India. It is a question in which the Government and Anglo-Indians are concerned more deeply than we are.

It is impossible for the natives of India to become wealthy as a nation. So long they are subjected to an annual drain from the ruling country, they must live from hand to mouth. They are simply allowed a bare pittance, and the surplus money they create goes to maintain an expensive and absentee Government. When the drain becomes excessive famine overspreads the land and the Government finds itself compelled to pay back with compound interest what it had extorted. We are safe and the question cannot affect us in any way. Government for its own sake must leave us a sufficiency to keep soul and body together. So long we are subjected to a heavy drain there is no hope of our making any surplus. From this point of view also it is not a matter of moment to us whether silver rises or falls in value.

This state of affairs has been brought about by unjust dealings with India. India has been weighted with charges which should have been borne by England and the consequence is, we are to send annually a large sum as interest to England. Then money was usually borrowed in England for the requirements of the State Secretary to save the exchange charges. Now this is altogether a profound idea. The idea is to borrow the 12 millions in England and to pay an interest of only say fifty lacs and save thus a crore, as the exchange charges would amount to a crore and a half. This charge is annual and if we were to borrow 12 millions in the first year we must borrow a still larger sum for the following year to meet the additional interest. This would at once utilize the capital which is lying useless in the hands of English capitalists. We may thus borrow five hundred millions in the course of twenty years, but England loses nothing by the transaction. Not a pice of that money will be brought to India. The interest of five hundred millions may be a very large sum but then we will borrow from English capitalists!

To-day or to-morrow England must be just, or the punishment is sure to be prompt and adequate. A small fall in the value of silver has been felt by the Anglo-Indians as the sting of a scorpion, an income tax of one per cent rouses them to fury, what must be the sufferings of the people of India to see the money raised by them, by the sweat of their brow, taken out from the country? And does England in any way benefit by this transaction? What they take from us they are robbed by the Americans and other nations. They have become rich no doubt, but riches have their accompaniments. Have not English people deterioted in morality which characterized their forefathers? Have they not become more luxurious, less enterprizing, more averse to go to war, more sordid, in short, has riches increased her power or rendered her weak? The only solution of this difficulty is to do justice to India. India must be governed in India and for the benefit of India, or else whatever money English people might make in this country by a grasping and impatient-to-be-rich policy, will either come back to India, or more probably disapper from their hands to enrich other nations.

———ooo———

LAND REVENUE IN INDIA:—If the peasantry of India were to rise against constituted authority, that authority would find it difficult to maintain its position. Though this is merely a supposition, yet it is not altogether an impossible supposition. On the contrary, it is only just possible. We do not choose to tire our readers or we could have shown by figures that more than ninety-five per cent of the entire population in India are deeply interested in land. The land has to bear this all. If there was any chance of this burden upon land being lessened the prospect would have been less gloomy than it is. But there is no prospect of a decrease of this burden, on the contrary it shews a steady increase. Possibly there may be other causes at work, but the fact is indisputable that landed interest in this country is at present on a very insecure state and a universal discontent prevails throughout the country amongst, those who are directly or indirectly connected with land.

Whatever may be the cause, the symptoms are unmistakable. The symptoms shew themselves either in the shape of a riot or a famine. In Behar, the late drought brought to light, that starvation was the order of the day. The researches of Mr. Geddes brought the same thing to light. But the people of Behar never took up arms, they simply starved in silence. That was an accident however and nobody should calculate upon accidents. Without submitting themselves to this self-sacrifice, they might have turned troublesome; and it is starving men that are more to be feared than those who have a bellyful to eat. Neither do we think that people who simply starve are less troublesome than those who commit a riot, for tolerable famine gives a greater shock to the country than a devastating war, But it is useless to proceed further. It will be universally admitted, that if agrarian riots are to be avoided by all means, famines are still more dangerous foes to the prosperity and peace of a nation.

Periodical famines are then a class of definite symptoms which shew that there is a disturbance somewhere in the land tenure system of this county. Agrarian riots are a still more distinct class of symptoms which serve to prove the same-thing. It is no longer possible to ignore these symptoms. Whether in the jungles of Central India, or the South-Western or North Eastern coasts of India, or in the West, the same symptoms are visible everywhere. The symptoms either in a mitigated or aggravated shape are visible all over the country. Almost half of Bengal is in a chronic disorder, the Zemindars and ryots fighting incessantly. In Poona, though the disturbances were suppressed, there was no attempt to remove the cause of the evil. In the North-West, the peasantry are just shewing symptoms of life and active resistence. In Behar the people are starving and in Oude the tenants fare little better than the Beharees. In Santholia, a second rising was vigilantly nipped in the bud.

Now it is just possible that our vigilant Government may be once taken unawares. Of course the statesmen who rule our destinies, must have thought upon such a contingency. Suppose the peasantry in the different parts of the Empire were to rise at once against constituted authority, taking law in their own hands, refusing to pay rent, carrying havoc all over the country as the peasants of Pubna, Santhalia and Poona did at different periods. Suppose ten millions of ryots wrere thus disposed to disturb the peace of the Empire, we daresay, the Government would find in them a more formidable enemy than the Russians, Burmese or Chinese. In Pabna there were two-lacs of people in arms, and in their mad fury they did a great deal of mischief. What would the Government do to quell such a disturbance raised by millions in all parts of the Empire? It would not do to shoot them down, for probably their enmity would be directed, not towards the Government but to their immediate land-lords. To arrest them in numbers sufficient to quell the disturbance would be still more impossible than to shoot them down. Before arresting them Government must find a place to put them in, and a sufficient quantity of food to feed them. It would also be necessary to find a sufficient number of men to make arrests when millions are concerned.

There is one trait in our national character which is more formidable in its effects than the ferocity of Afghan borderers, or the scientific training of European warriors. It is the power of the nation to offer a passive resistence. The practise of sitting in *dharna* is abolished by law, but no law can eradicate a deeply implanted feeling. When the Mahomudans of Beneres polluted the water of the Ganges, the law abiding Hindoos, who vastly outnumbered the Mahomudans, without resorting to arms, came in a body by the bank of the river and sat in *dharna*. Young and old, male and female sorrowfully laid themselves in silent sorrow and blank despair. More than forty-eight hours thus passed away in sorrow and hunger when the Throne of God was moved. Man is man everywhere, and this piteous appeal, this silent sorrow and unparralled devotion must prove irresistible in every clime and to every heart. The English who had then just got possession of this portion of India could no longer remain a passive spectator of this awful scene. Certainly they despised such doings at first and calculated in their minds that hunger would very shortly open the eyes of the deluded mob but hunger affected them not. It was then time to adopt active measures. The authorities came to them, soothed their feelings, calmly argued the matter with them and punished the Mahamudans who defiled their sacred river.

This is a trait in the character of our nation which developes in times of extreme sorrow and danger. The annals of the whole world cannot furnish another instance of patriotism, determined self-sacrifice and indomitable courage as shewn by the indigo ryots of Bengal in 1860. Themselves prisoners before the Court, their wives and children begging from door to door and thrown adrift in the world, their Jammas and every agricultural implement and household furniture sold, their huts razed to the ground by elephants maliciously employed by the planters, they stood unmoved and defiant before the Court. "Will you sow indigo or not" demanded the Magistrate. "No, never!" replied the fearless ryot of Bengal. "Only sow for this year please, and get back all you have lost. You need not sow next year no body will compel you" again urged the Magistrate. "This hand shall never touch indigo seed be the consequences whatever it may" replied the same unlettered ryots. The Magistrate again coaxingly persuaded them. "Will it be preferable to go to prison than to sow a small quantity of indigo only for a year?" The answer is on record. It was recorded in indelible characters by Mr. Commissioner Lushington: "We shall prefer a thousand deaths than touch indigo seed again." The same conditions were offered when in prison, the answer was invariably the same from all. Now we do not here record a solitary instance but one out of thousands, When the Joint Magistrate of Jessore treacherously arrested 49 men, of the tens of thousands who came by his invitation to hear a proclamation read out, the difficulty was not to arrest them, but to select among the thousands who offered themselves to be taken.

It is far easier to shoot the infuriated peasantry of India, if it is possible to shoot human beings who offer no resistance and on the contrary present themselves to be killed than to make arrests. But the still more difficult feat is to meet the after consequence of such a rising. Like Government like subject. The Government lives from hand to mouth, so do we. One year's drought in circumscribed spot brings about a famine which taxes the resources of the whole Empire. One year's miscalculation in opium brings about a deficit. Of the entire revenue of the Empire about one-half comes from land alone. Should such a misfortune befal our country the resources of the Empire from land would be fatally crippled. But the peasantry of India do not raise the land revenue alone, other important items of revenue such as salt, stamp and opium may also suffer proportionately. If such a catastrophe happened, Government could scarcely go on for a week and if by super-human efforts it could tide over the difficulties, it would find itself in a still more difficult position. Such scenes are followed by widespread famines. A formidable agrairian rising would sweep away a considerable number of Zemindars and the entire body of middle classes.

We have, no doubt, drawn an imaginary picture. but that the occurrence of such a catastrophe is possible nobody will deny. By a great many people it is believed that such a contingency is not only possible, but is in store for us at a future period, and a few, who can speak with authority on the subject, are of opinion that such a calamity

is imminent. If the last class of speculators were correct, it would be more important to settle our domestic affairs than to guard the Afghan passes. An infuriated or deluded Indian mob would prove more formidable to the British Government than the Russians and more destructive to the middle and higher classes than the sack of India by Nadir Shah or Timur.

The other day about two hundred ryots came from Jessore to Calcutta to lay their grievances before the Government but they were persuaded by their friends here to go back as their Zemindar promised them relief. Weeks ago thousands of ryots besieged the Allahabad Government with a similar object. These are facts which cannot be and ought not to be ignored by a Government under the charge of real statesmen. It is high time for the Government to take a decided step in the matter. But it will be necessary to take the natives of the soil in confidence. It will not do for able revenue officers alone to solve this complicated problem. The problem is deep in itself, but a thorough knowledge of the country is absolutely necessary to grasp it with anything like success. The disease has advanced too far a patch work to avert it. We would ask all who have given thought on the subject to assist the Government with suggestions and facts. We have spent our life in a Moffasal village and we shall not fail to contribute our poor mite to the literature of this momentous question. Sir Richard Temple, it appears, is very earnest about the matter, and we ought to take this opportunity under the auspices of His Honor to settle our domestic affairs. Bombay is also seething with discontent, and to allay that discontent Lord Northbrook's Government poured water upon hot oil by giving them a new Revenue Act: the result is, the oil without cooling is likely to burn in a blaze.

SCRAPS AND COMMENTS.

The *Pioneer* has the following regarding the Deccan College affair :—

"We are not sorry to hear that some mercy is likely to be shown towards the sixty-six Hindoo students of the Deccan College at Poona. These intelligent youths, finding that verbal remonstrances with the Acting Principal (Dr. Keilhorn) were fruitless, had sent a protest to the Director of Public Instruction, and to the Secretary to Government, who sees after educational matters. This protest was meant to demonstrate that two of the acting professors delivered lectures which were not worth attending to. At the strange course taken by these young Brahmins, the Bombay authorities were aghast; they utterly lost their equilibrium, and in the effort to recover it, they promulgated a sentence, the severity of which is unexampled in the history of Indian Universities. The eleven students in the B. A. class are condemned to rustication for one year, and declared incapable of ever holding scholarships, free studentships or prizes which their studies during the present session were to have obtained for many of them. As to the thirty-four in the next rank, they are debarred in like manner from holding any such privileges for the space of eighteen months, and the twenty-one juniors for twelve months. These punishments may be the just recompense for such an unaxampled revolt of Brahma, but its secular effects must be crushing, and if carried out will cloud the lives of the whole three score and six. We hear, however, that their elders and friends have intervened, while the youths themselves have confessed their fault, and humbly sued for pardon or mercy."

A correspondent at Mysore writes as follows to the *Bangalore Examiner* under date the 16th instant :—

"A curious circumstance occured in the household of the Maharajah of Mysore at Ootacamund a few days ago, which has created quite a sensation here, and at which the palace ladies and other members of the Royal family are highly indignant. The people here talk of petitioning the Government of India on the subject, as they foolishly think that their representations, if made to our worthy Chief Commissioner, will not be attended to now, as the hief is now in the Hills, and must have heard the wrong version of the story which, coming from an influential quarter, he will, as a matter of course, entirely credit. The particulars of the story which is current here I will refrain from giving at present, for perhaps some of those particulars may not be quite correct, and may, if published in newspapers, seriously injure several reputations. The outline of the story is this. One evening, about a week ago, the Maharajah and his natural brothers and other friends were all together in their residence, when a certain gentleman wanted them or some of them to do something which was repugnant to their caste feelings. An attempt, it appears, was made to compel the Rajah's elder brother, Soobaraj Urs to do that thing; which vexed him so much, that rather than remain on the Hills, and be again perhaps subjected to similar indignities, he soon after left the Hills together with another young nobleman, Lingaraj Ursoo, for Mysore, in a common bullock coach, and without attendants. News of what occurred reached the palace here, and the Rajah's brother-in-law, Bussavaraj Urs, was sent to Nunjengode immediately, and he brought the two young men with him in his carriage.

It now becomes Colonel Malleson's duty to explain the cause of the Maharajah's brother leaving the Hills so suddenly, unattended, and in a common bullock coach, while the Rajah's horses were posted all along the route. His explanation will, we hope, place the matter in its true light, and allay the suspicions entertained by the public that indignities have been wantonly offered to these scions of a Royal family.

The Prince of Wales had some rough experiences in Nepaul, which are described by Mr. Russell in a letter to the *Times* :—

"There were two herds of elephants in wood east of the camp, and it was Sir Jung's desire to capture them under the eyes of the Prince. Horses were ordered to be ready at 7 a. m. and the first elephants with pads were sent on ahead for the Prince and his party. Howdahs cannot be used this work—they would be sweft off by the branches. The Prince had to get astride on a pad, holding on by a strap—the mahout in front with a 'kukeree' to cut creepers and urge his 'hathi,' behind a man with a mallet to hammer the creature into full speed, and these trained racers will do seven miles an hour, the usual pace of the animals being only 2½, as a high average. The Prince had at least a novel sensation now, for the elephant, 'kukereed' before and malletted behind, dashed on at a speed which would have been exhilarating enough, but that he went crashing through trees, down ravines, up nullahs, through jungle in the most reckless and terrible manner, and that he had an infinite store of water in his proboscis, which he replenished at every pool, and sluisced himself with from time to time as he ran to cool his sides, quite forgetting that had outsiders, too, and drenching the Prince unmercifully. After two hours of this wild career over very difficult country, Sir Juhg called a halt. It was an experience. But every one who said he was glad he had done it, also admitted he did not want to do it again. The Prince was about the freshest of the whole party, not always excepting Sir Jung, who seems made of iron."

The *Pioneer* says :

"The following lines will be read with satisfaction by some of our contemporaries of the London Press as confirming their theory regarding the common brutality of the official element to private members of the native community. The letter bears no name. It runs thus :—"Disgust with the manners and treatment of police constables regarding the natives, I am much aggrieved to bring to your notice these few lines. The fact is, that one evening a few minutes passed 9 o'clock some respectable natives were amusing themselves, with a *setar*, or stringed instrument, when a constable, armed with his usual weapon—the cudgel—stepped before the front door and demanded the party to put a stop to their recreations. On being asked the reason of such an opposition at 9 p. m., the policemen, with no usual tone, announced the reason of such an injunction fron the Magistrate. The assembled gentlemen prudently submitted to this order with the meekness of a lamb, and engaged themselves in a pappy conversation to pass the time. The reasoning is simply this; that playing upon musical instruments at night disturbs the peace of the neighbourhood. But all the world can judge whether such an instrument as the *setar*, when sounding singly, can distrurb the peace of the neighbourhood at an hour when scarcely any one goes to bed. If the object of a liberal and civilized nation is to see India in the brightest lustre in the eyes of other nations, then the grievances of a handful of respectable natives thwarted in their attempts to go on with musical science at nights, are sure to be redressed—grievances arising not from any selfish principle, but from a pure and healthy motive of culture in Arts and Sciences. Here is another client, and a new grievance for some one or other of our late distinguished visitors to take up, say His Grace of Sutherland for choice. But seriously, it may be questioned whether our municipalities are always wise in their local rules and enactments. The social amusement of the masses in this climate and seaon are not so numerous that it might not be better that the ears of the cultivated few should suffer a little than that vexatious restrictions should be imposed on the many."
The above needs no further comments.

The *Calcutta Statesman* has the following remarks on Lord Northbrook's relations with the Press :—

We regret much that we could not find the time to review the whole story of Governmental relations with the press before Lord Northbrook left India, for we say advisedly that he did more to demoralize the press during the four years he was Viceroy, than any other Governor-General in the last five years" As to "vindicating the liberty of Government servants to write for the public press, it is the wildest nonsense. There never was a period within our memory, when Government servants who had anything of importance to advance in the way of criticism of Governmental action felt so insecure in saying it. Upon the understanding that they praised everything that Lord Northbrook did, after the fashion of the *Pitoneer*, they were at full liberty to wrote; but adverse criticism if in the least telling, was resented as almost a personal offence to the Viceroy. We hope to review the whole subject at length, but the story is long and troublesome. Meanwhile, we say that Lord Northbrook did all that lay in the power of a narrow and intolerant ruler, to destroy the character of the press; on the one hand, by all but openly selling information to journals that chose to play the advocate and apologist, and, on the other, making it very distinctly understood that independent criticism of Governmental measures was not the way to official favour. As an illustration, every one knows that there was a quarrel between the editor of this journal and the Government of India on account of the suppression of the *Economist*. The quarrel arose, from the fact that the journal questioned the wisdom of Lord Northbrook's famine measures. Not content with its suppression, it is the fact that Lord Northbrook was little enough when the *Indian Agriculturist* was started to intimate to the local Government that he wished them *not* to subscribe to it. He at first proposed to do so officially, and wrote the circular with his own hand, and only withdrew it upon being told that the matter lay within the discretion of the local Governments themselves. In spite of this check, and the fact that the new paper was the only agricultural journal in the country, he, nevertheless, contrived to intimate to the local Administrations that he wished them not to support it: the fact, being disclosed to us by a member of one of these Administrations."

This is the way Professor Tyndall is reported to have ourted the daughter of Lord Hamilton. Our readers are aware that the Professor is a thorough-going sceptic, and does not believe in the existence of the soul :—

"Saccharine conglomeration of protoplasm! Adorable combination of matter and force! Rarest product of infinite ages of evolution! The luminiferous either is not more responsive to the rays of light than are my nerve centres to the mystic influence which emanates from the photosphere of thy countenance. As the heliocentric system was evolved from primodial chaos by the workings of inexorable, so is that rarification of matter which men call my soul gifted from profound despair by the lummance issuing from thy visual organs Deign, O admirable creature, to respect that attraction which draws me toward thee with a force inversely proportional to the squares of the distance. Grant that we shall be made double suns describing concentric orbits, which shall touch each other at all points of their peripheries. Your own Tyndall."

The *Speciator* says :—

"A curious discovery has followed Mr. Crookes's discovery of the dynamic power of light. It is this,—that selenium, a metal or metalloid which, under certain peculiar treatment, acquires a very feeble power, even when kept in the dark, of transmitting the electric current, is made by exposure to light, a conducting medium for the electric current, far less inadequate, far more perfect than before. So that a very poor conductor of electricity becomes a good conductor of electricity under the influence of light. In other words, we suppose, a new dynamic effect of light—one exerted especially on the molecular structure of selenium—has really been discovered. Possibly, in the same way, light may be found to stimulate the coducting power of the nerves. It is not a matter to have an *opinion* upon without exact measurements, but we fancy at least that some of our nerves appear to carry messages much more rapidly when exposed to light than they do in the dark."

It is to be regretted that Her Majesty the Queen is gradually getting unpopular with the nation. Her visit to Germany was a subject of unpleasant comment in the House of Commons as it would appear from the following :

"Mr. Anderson : I wish to ask the First Lord of the Treasury whether he can inform the House what precedents there are for the Sovereign leaving the country during the sitting of Parliament; whether there are at present reasons of "high state policy" for so unusual a proceeding; and what arrangements have been made to avoid any inconvenience to the business of the nation through the absence of the Sovereign, and of the Chief Secretary of State in attendance.

Mr. Disraeli : The last precedent for the Sovereign leaving the country during the sitting of Parliament, was in the year 1872. (Laughter.) The present reasons for Her Majesty's leaving England are strictly domestic, and arise from the bereavement of Her Majesty's nearest and dearest relative. Every arrangement has been made to avoid any inconvenience to the business of the nation, through the absence of the Secretary of State in attendance—not the Chief Secretary, who, I am happy to say, has a seat in this House, and is now on my left. (A laugh.)

Mr. Anderson : Perhaps the right hon. gentlemen will state whether, in the one precedent to which he refers, the absence of the Sovereign was for more than two days, and whether Her Majesty's absence was not practically during the Easter recess, although Her Majesty left England two days before the House broke up for the Easter recess. (Hear, hear.)

Mr. Disraeli : According to the rules of the House, the hon. member will of course give notice of this question.

Mr. Anderson : I beg to give that notice now.

Mr. Sulivan : I thought the right hon. gentleman would, perhaps, have answered at the same time the question of which I have given notice—namely, whether he could state how far the Government, when advising the Sovereign to depart the realm, while Parliament was sitting, considered the ancient privilege of this House, the recognition of which is applied for and promised on the opening of each session—namely, free access whenever they deem necessary during their deliberations to audience by the Sovereign.

Mr. Disraeli : It was from no want of courtesy that I failed to answer the question of the hon. gentleman, but I omitted to observe that it followed immediately the question put by the hon. member for Glasgow. I beg to assure the hon. gentleman that the ancient privileges of this House, to which he has alluded, will not be at all affected by the absence of Her Majesty, and that there will be free access to Her Majesty to any member of the House of Commons who seeks an audience of Her Majesty at Baden, because Her Majesty has full confidence that these audiences will never be requested from idle curiosity."

A correspondent of the *Daily News* suggests that Mr. Disraeli should be made a Prince "In for a penny, in for a pound," says the correspondent: "if we're to have an Empress and Vice-Emperor in India, why shouldn't we have a Prince Prime Minister here? The important political reason for it is ovious: when prince Bismarck appears in England before the Battle of Dorking, we shall simply produce our Prince Disraeli with a herald proclaiming his title, and the German army will of course evaporate at the mere sound of his name."

Whenever the Great Mogul made an observation his courtiers used to cry "Wonder, wonder," and if he took it into his head to assert that it was night before the middle of the day had passed, it was the duty of His Majesty's attendants to observe that the moon and the stars were shining. According to Sir George Campbell the Queen is the successor of the Great Mogul, and although Her Majesty is not likely to assert her royal prerogative for the conversion of day into night, her Indian subjects will as readily believe in her absolute power as if she were to do so. But what would be the fate of "John Bull" the acknowledged author of the following verse, if the Queen were to follow the example of her illustrious predecessors in India in respect to impertinent rhymesters?

Upon St. Patrick's morn the grieved world saw
Its first of ladies christened Pad-i-Shah,
An English Queen thus made an Irish man
To please the millions of vast Hindostan.

In connection with this addition to the Queen's "style and titles," it is curious to observe that when a century and a half since the Czar of Russia claimed the title of Emperor, he had some difficulty in getting his claims recognised :—

"There was a vast deal of correspondence between the European Courts on the subject, and England appeared to be disinclined to admit the Czar's rights to the title. "The custom," wrote the Secretary of State (Lord Carteret) "has always been to write to the Czar of Muscovy on illuminated vellum painted and gilt, as one writes to the Emperor of Morocco and Fez and to may other non-European Princes, who resting on this custom would be equally justified in insisting on the title of Emperor." The Czar's right to change his title was at length agreed to, but it was not until many years later that the new title came into genera use."

It is comforting, therefore, to know that the Queen's new title has been approvod by Russia without any tiresome delays.

The *Bombay Gazette* remarks on the administration of Lord Northbrook :

"The want of a well-defined foreign policy—Lord Northbrook having, it would seem, on aim but to keep things

smooth—and his high-handed acts of injustice to individuals, excited a strong feeling against the late Viceroy. But certainly the chief cause of his unpopularity on this side of India was his arrogant misuse of the powers of legislation unhappily placed at his command. Lord Salisbury complained of the disregard for Indian public opinion shown when the Tariff Act was passed ; but the cynical disdain of outside opinion reached its climax in the Indian Legisature on the memorable day when Lord Northbrook, Mr. Hobhouse, and Mr. Hope thrust the Revenue Jurisdiction Bill on the Government, the Judges and people of Bombay in spite of their vehement and unanimous protests. It must be obvious to every man who cares to think about the matter that a Government which ventures upon such acts of despotism cannot endure. No parade of splendid titles and ceremonies, on material strength in reserve of unconquerable soldiers, will compensate a Government for the alienation of the affections of its subjects, and the most powerful Government on earth might well shrink from encountering the distrust and odium to which the recent action of what may be called the Legislative branch of the Executive has exposed the Government of India. Some *modus viveudi* other than that of mere force, which is all that remains to the State, must be found between the Government and its subjects ; and for this reason we contend that nothing is more urgently needed than a reform of the Indian Legislature ;

The following anecdote illustrates the truth of the proverb anent the slips between the cup and the lip :—

A few years before his death the Emperor Nicholas of Russia sent a looking-glass of rare size and beauty with an embassy, to the Emperor of China. The looking-glass had to be carried all the way from St. Petersburg to Pekin by human hands. Despite the immense distance which had to be performed in this manner, the looking-glass safely reached China, but, in the meantime, difficulties had broken out between Russia and China. The Son of Heaven neither admitted the embassy, nor did he accept the present. A courtier was despatched to St. Petersburg, and asked the Emperor what was to be done with the looking-glass. The Emperor replied that it should be carried back by the same route, and in the same manner. when he gave this order the Grand Duke Michael happened to be present, and offered to lay a wager with the Emperor to the effect that the looking-glass would be broken on the way back to St. Petersburg. The Emperor accepted the wager, and the bearers of the looking-glass received stringent orders to be as careful as possible, and if they should bring it back safely they should receive a handsome reward. They carried it back with the most incredible care, forty men bearing it by turns, and safely reached St. Isaac's Palace in St. Petersburg with it, where the Emperor stood with his brothers at the window of his palace, and laughed at having won the bet. But on the stair-case of the palace one of the carriers slipped his foot, fell down, dragging several of his companions after him, and the precious looking-glass was broken into a thousand pieces. The Grand Duke, therefore, wan his bet.

Mr. Carmichael, the Commissioner of Benaras, who never allows a native, even the Rajah of Benaras to go before him with his shoes on, has been forced by Government to make this humble apology to a Munsiff whose character be most wantonly assailed :—

"From the Officiating Commissioner, Benares Division to the Officiating Secretary to the Government, North-Western Provinces. Dated, Benares, the 21st March, 1876.

Sir,—With reference to the concluding remarks in para. 65 of the orders of Government, on the Police-Administration Report of these Provinces, for 1874, and to para. 5 ef my review of the Benares Police Reports, which elicited the same, I have the honour too state for the information of Government that I have, within the last two days, been furnished, through the courtesy of the Civil and Sessions Judge here, with a copy of the order of his predecessor reversing the decision of the Munsif, on which I had animadverted.

2. Coupling the Magistrate's report of the case. (which is strictly correct in facts) with the statement which Mr. Colvin made that the Judge upset the Munsif's decision, I too hastily arrived at the conclusion that the Judge in so doing had regarded the said decision as an unjust one. I find, however, now that I have had an opportunity of reading Mr. Willock's judgment, that he reversed the , Munsif's decision simply on legal grouuds, and without calling into question or impugning in any other way the Justice thereof. My remarks, therefore, were entirely uncalled for, recorded as they were under the erroneous impression that I was merely following in the footsteps of the Judge.

3. The above facts having come to my knowledge I take the earliest opportunity of making the only reparation in my power to the Munsif, whose character for justice I had thus unjustly assailed, and beg, therefore, that, as Government called the attention of the High Court of Judicature to my former remarks, a copy of this letter my also be transmitted to the Court in vindication on my--part of the Munsif's character, and in expression of my extreme regret that one of the Judges subordinate to thatCourt should have thus suffered unmerited obloquy, though only for a time, at my hands.

4. I have also given the Judge here, Mr. Brodhurst, a copy of this letter, and I have asked him to express to the Munsif my great regret that I should have injured him, as I did, both in thought and word.

I have, &c.,
C. P. CARMICHAEL,
Offg. Commissioner."

Many of our readers must have heard the name of Agha Shaib. He was at first a Hindoo, then a Christian, and now he is a follower of Mahomet. The *Lucknow Times* has the following regarding him :—

"We hear that His Royal Highness the Prince of Wales has invited Agha Shaib to re-visit England, and he is preparing to do so. We gave Mr. Agha Sahib a rather prominent notice a short time since, the particulars of which, though we would wish them to be remembered, we do not wish to recapitulate here. Agha Sahib went to Calcutta to bid farewell to Lord Northbrook,and was invited by His Lordship to dine at Government House, where he met the Prince of Wales and received the gracious nvitation above referred to. We need hardly remind our readers that Agha Sahib is the original Moonshee Mohun Lall of Delhi who accompanied Sir William Macnaghten to Cabul it 1839-40. Though a renegade from two faiths, first the Hindoo, next the Christian—he has always been a most faithful servant of the British Government. He is now, we believe, a Mahomedan and married into those members of the royal Afghan family now in exile at Loodhiana. The Agha is in receipt of a Government pension of Rs. 500 per mensem. An as instance of his modesty, we may mention that he conspicuously attached his name as a doner of a portrait of Lord Northbrook to the Town Hall of Delhie."

The *Bombay Gazette* takes the same view as we took regarding the question whether India is to be governed by the Governor General or the State Secretary. It says :—

It is true that to the non-official world of Anglo-Indians and natives the quarrel between the Secretary of State and the Viceroy is merely a fight between King Stork and King Log ; whichever wins, their duty remains the same, to pay their taxes and say nothing. But on the whole their fate would be less intolerable if they were governed by telegraph from England than if they were placed entirely at the mercy of a Council of Indian officials quartered in the Simla "shooting lodge" Whatever an English Minister does is oxposed at once to the fierce light of publicity, and subjected to the ordeal of free and enlightened criticism both within and outside the walls of Parliament ; and the tolerant and liberal spirit of the English nation is a grantee against the possibility of any serious abuse of his power by a Secretary of State for India. In the recent dispute Lord Salisbury was no sooner suspected of having aimed at a dictatorship in order to gratify the wishes of Manchester than a thousand sharp-eyed adversaries pounced upon him and forced him to fight for his life. It is impossible not to admire the energy and complete success of his defence, or to help feeling confidence in the good faith of a Minister who is straightforward and self-reliant with both friends and enemies and does not flatter himself that he will gain credit for being a great statesman by a policy of secrecy and "surprises." Now consider, on the other hand, what would have been our lot to-day if Lord Northbrook had been the autocrat he wished to be. Lord Lytton appears to be a man of more generous sympathies, and his significant remark about the tendency of modern civilization to keep any one nation from becoming insolated and from supposing she can suffice unto herself shows that he can appreciate the unity of purpose which must control all the varieties of race and opinions in the British Empire, and that he can be trusted not to legislate for this country as if India were to remain eternally subject to a dynasty of clerks. The Indian Civil Service has produced a few statesmen, but as a rule it supplies the country—at least in the class of men who usually rise to high positions in the service—only with meritorious clerks, distinguished by a great capacity for misdirected labour and by an intolerance which is the natural result of a career passed out of the reach of the healthful influences of English public life. In Lord Northbrook the bureaucrats of the Civil Service found a kindred spirit, for the late Viceroy was a clerk by instinct ; and recent Indian legislation has therefore been marked by that absolute and insolent disdain of public opinion which the Ministers of despotic Sovereigns, who are generally statesmen, dare not show, but which the ordinary bureaucrat, the official prig, prides himself on displaying to the world. A Legislative Council which could summarily pass the Tariff Act of 1875 and the Bombay Revenue Jurisdiction Bill would, if it had the power, shut up every printing press in the country, and establish in India a tyranny of the most degrading kind. We do not, therefore, desire the abolition of the power of control now held by the Secretary of State. We cling to the hope that in the Legislative Council of the Viceroy may yet be found the germ of an Assembly in which the public opinion of India may be represented, and for this reason we are anxious that the independent authority of the Government of India should not be encroached upon. But it is not to Indian officials that we can took for any enlargement of the rights and liberties of the English and native subjects of those Civil Servants of Her Imperial Majesty who are chosen to rule this country. For a long time to come it will continue to be the case as it has been in the past, that every office of emolument and honour in India will be appropriated by the servants of the Crown, that every possible discouragement will be given to private citizens to take an interest in public affairs to care for anything but making money and seeking, if they are Englishmen, some other country to live in, and that, where the people are mocked with the pretence of self-government in local affairs, some Convenanted Mogul will be appointed to supervice them after the fashion of a greedy and unscrupulous task-master, and, while complacently eating up all the corn, to damn them for their want of public spirit in not contentedly chewing the husks.

This is, in plain language, a description of the present system of Indian administration ; and it is some consolation that an appeal lies to the Secretary of State against the decrees of the Government of India.

The Home correspondent of the *Bombay Gazette* has the following observations relative to the improved nature of the relationships between Russia and England as represented by the press of the former country :—

"There is also another remarkable feature in the tone of the Russia press. I refer to the sudden outburst of friendship towards England. This new attitude is the more remarkable in the face of Mr. Disraeli's references to Russia in the progress of the Royal Titles Bill. It may, however, be explained in the fact—for such it now seems to be—that the Czarewich is to be appointed Regent, and in the expectation that the Czar will very shortly abdicate. This subject has agitated the Continent for nearly a week past, mainly because of the well known sympathies of the Grand Duke with France, England, and Denmark. It is believed on every hand, that not only will the Grand Duke's accession alter the relationship between the Courts of Berlin and St. Petersburg, but that it may also lead to a better understanding between England and Russsia in regard to Central Asia. Unfortunately for the prospect of a good, accord, the work of the Russian empire will continue to be done by, the same men whose diplomatic devices have made Russia a by-word in the eyes of frank and honest statemen, and we can only look to the Grand Duke's personal friendship with the English Court,and his personal knowledge of English views and opinions, inducing him to restrain the unscrupulous ambition of his Ministers. The cause of the Czar's desire to be relieved of the Russian Crown is only mentioned in whispers. Some people say "brandy," but others deny this, and allege that it is his morbid fear of assassination, We had an illustration of that fear when he was in England. for he always code in a carriage to so high at the sides that his head only was visible, and the story went that the panels were lined with sheet iron. I believe that he is suffering from some mental malady, and it is said, too, that his despondency has greatly increased since he parted with his daughter, on her coming to reside in England. She is now with him in St. Petersburg, and will spend a good deal of time in his company while the Duke of Edinburgh is with the fleet.

The Lahore paper has the following :—

"During the past week some voilently disturbing element has been at work upon the judicial bench, the usual serenity of which has, we learn during the past few days, been often most alarmingly disturbed. Whether this effect may be traced to atmospheric causes or not, we are unprepared to say, though it is not at all improbable that the sudden change in the temperature may have brought about that irratability which has lately taken the place of the judicial calmness which has hitherto reigned upon the judicial bench of his Province, especially that of the highest tribunal in it. On Wednesday last the judges who formed the full bench, which sat for the hearing of cases which had been referred to them, seemed to have met together to differ rather than to agree. Differences of opinion are phenomena which are by no means rare, of this we are fully aware ; but the warmth which characterized the expression of them was, to say the least, most unusual.

It is quite time, we think, that thermantidotes and khus-khus tatties were put up in the Chief Court, a stock of sedatives kept iu readiness for immediate use.

The Lahore correspondent of the *Pioneer* writes :—

"An unpleasant incident took place a few days ago at Umballa station—distressing, but not devoid of a certain girm humour in what the Greeks called the "katastrophe." A number of dak garris were drawn up outside the station awaiting the arrival of the midnight train from Calcutta, by which is Excellency Sir Frederick Haines, Sir Andrew Clark, General Lumsden, and other distinguished personages were expected to arrive. The dak garris in question had been engaged to convey these high officials to Simla, and Mr. Buckner, the inspecting Post Master, was also in attendance to see them fairly started. Shortly before the arrival of the train, to young officers, presumably with more "wine than wit" on board, made their appearance, and got into some dispute with the van *mohurrir*, and having incontinently sought to add weight to their opinions by punching the Babu's head, and thrashing one of the coachmen, they turned upon the Post Master, who came up to explain whose carriages they were so rudely seeking to take possession of. The young gentlemen expressed their contempt, in language considerably more forcible than polite, of the personages for whom the carriages were destined, and for the Post Master who had made the arrangement. Words gave place to blows, the military constable on duty had a wholesome dread of the British military, and the assailants refused to give their names to any one. The grim humour is yet to come, for, it seems that, on the arrival of of the train the Post Master complained at once to the Commander-in-Chief, who interviewed the officers, as they were taking their seats in the train whence he had just alighted, and politely asked them their names. "Who the d— are you ?" one of them replied, to which the quiet answer—"Sir Frederick Haines—must have been rather sobering, but not quite enough, I believe, to induce them to give an explanation of their conduct. I hope they passed a good night afterwards. For some reason or other His Excellency was not met at the railway station by any more distinguished military representative than the two young gentlemen in question, who hardly amounted to a "guard of honour." I suppose the Commander-in-Chief was considered *in transitu* and so was comparatively *incognito*. Had it been otherwise, the "row" in question would never have taken place. After all, there is a good deal of good and bad luck in this life, and, really, to "kick up a row" at a railway station, and find one has dene so under very nose of the Commander-in-Chief, is tolerably strong. On the complication principle, one must have had a good deal of good luck te work off, or Plenty to come, which is perhaps the pleasantest view anybody can take of the whole affair."

ENGLISH IGNORANCE OF INDIA.

(*The Times.*)

Unquestionably it seems at first sigh a curious anomaly that the history of the great Empire of India, the possession of which we view with so much pride, and the integrity of which we guard with such jealous care, should create, if not distaste, at least indifference, in so many educated and, is other respects, well-informed minds. Some recent incidents may seem to contradict this proposition,but they really confirm it. The unanswerable complaint against certain pending Government schemes for dealing with India has been that Ministers appear to have left India herself out of the question, and to have been thinking only of England Is not the incapacity for rousing an interest in Indian matters on their own account brought before our notice in each successive session of Perliament when the secretary for India rise to unfold his Budget ? It is the same on other occasions when India and things India are before the House. How languid is the interest, and how scanty the attendance at those times, is well known. Such indifference must, in a great measure, arise fron ignorance, for people, as a rule, are not wont to be indifferent to subjects on which they are well-informed. If, then, the ignorance is allowed, how and whence does that ignorance arise ? In the first place, it arises, no doubt in the earlier years of life ; is the fault, in short, more of the teacher than the taught. In our schools and universities whenever history is taught, what share of that study is allotted to the history of India ? The history of our own country necessarily embraces no small portion of the history of other countries. Our early quarels with France alone carry the student into many lands and among many people. Malborough's campaigns in the Netherlands, the War of the Succession. and Peterborough's brilliant exploits in Spain, the Seven Years' War, the revolt of our American Colonies, the battles of the First Napolean in Spain, in Egypt, and in Belgium ; with all these the student of English history is as much concerned as with the defeat of the Spanish Armadaor the landing in England of William of Orange. Everybody with any taste for history—and most clever boys have a taste that way, if they are not discouraged at the outset by too severe a course of dates, will read with avidity of the battles and marches of English armies in foreign lands, and glean thereby, at least, some insight into the histories of those lands themselves. But there seems to hang a strange fatality over the history of our Empire in the East, and it is most probable that there are many clever lads who could turn an ode of Shelley's into almost Horatian sapphies or a scene from "Shakspeare" into faultless iambics, and could even give a very fair summary of Wellington's campaign in the Peninsula or our war with Russia, but who would be sadly at a loss if questioned on our Great Captain's Indian battles, have never, perhaps, hoard of the Khyber Pass, and would entertain but very general and shadowy ideas even on the subject of the Indian Mutiny. We suspect, indeed, that we should not greatly exaggerate if we attributed the information on India—geographical, historical ; and social—at present possessed by, perhaps, one-half of educated society to the Prince o Wales's visit to that country.

Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatteree's Lane, Bagbazar, Calcutta.

এরূপ শুল্ক বসাইলে স্বাধীন বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ হইবে তাহা তাহারা সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করেন, অতএব ষ্টেট সেক্রেটরি এ সম্বন্ধে যে রাজ নীতি নির্দ্ধারণ করিবেন স্থির করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলদায়ক।" যদি ষ্টেট সেক্রেটরি আরো গুটি কয়েক নিয়ম করিতেন, অর্থাৎ লিখিতেন যে ভারতবর্ষবাসীরা ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র ভিন্ন অপর স্থানের বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবে না, ভারতবর্ষে কেহ বস্ত্র কি সুতা প্রস্তুতের কল স্থাপন করিতে পারিবে না তাহা হইলে ম্যাঞ্চেষ্টরবাসীরা আরো অধিক সন্তুষ্ট হইতেন এবং তাহা হইলে তাঁহার রাজনীতি কৌশল আরো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমায় যে সমুদয় পর্ব্বত মধ্যস্থিত দুর্গম পথ ছিল, ইতিপূর্ব্বে সে সমুদয় রক্ষণের ভার পার্ব্বতীয় জাতিদিগের হস্তে রক্ষিত হইত। এখন তথায় ইংরেজেরা স্বয়ং সৈন্য রক্ষা করিতেছেন। বোলানপাসে গবর্ণমেন্ট কয়েক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, আবার খাইবরপাসেও ইংরাজ সৈন্য রক্ষিত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে, সত্বর রুশিয়ার সঙ্গে ইংরাজদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। ইউরোপে এই রূপ রাষ্ট্র যে, ইংলণ্ড ও প্রশিয়া এক দিকে গিয়াছেন, এবং ফ্রান্স, রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি অন্য দিকে গিয়াছে। সেখানে ইহাও রষ্ট্র হইয়াছে যে, রুশিয় সম্রাট যুদ্ধ করিতে অসম্মত হওয়ায় প্রজারা তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার পুত্রকে সিংহাসনে আরোহন করাইয়াছেন। আবার গবর্ণমেন্ট উপরিউক্ত পার্ব্বতীয় পথ সমুদয় রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই সকল কারণে লোক অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছে, এমন কি, কোম্পানি কাগজের দর ক্রমে কমিয়া যাইতেছে।

মহিষমারীর রাস্তা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টে দুই খানি আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। এক খানি উহার সপক্ষে আর এক খানি বিপক্ষে। এই রাস্তা সম্বন্ধে গুরুতর তর্ক বিতর্ক হইতেছে এবং আমরা ভরসা করি গবর্ণমেন্ট এ বিষয় তদারক করিয়া দেখিবেন।

বিজ্ঞাপন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত স্বাস্তয়নগাছী বঙ্গ বিদ্যালয়ে এক জন সংস্কৃত কালেজের ইংরাজী ভাষাজ্ঞ ছাত্র ও এক জন নর্ম্মাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিকী পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র এই রূপ দুই জন শিক্ষক প্রয়োজন। বেতন ২০ ও ১৪ টাকা। হাতিবাগান বাবু দীন নাথ সাহা মহাশয়ের ৪ নং বাটীতে আবেদন পাঠাইতে হইবে।

LOST.

BETWEEN the Hooghly Bridge and No. 4, Jetty on Saturday last an Envelope addressed "Messrs. Macneill & Co., Managing Agents Equitable Coal Company Limited" containing deeds. Contents of the Envelope can be of no value except to the undersigned.

The finder will greatly oblige by returning same and will be rewarded if required.

MACNEILL & Co.

1 LYON'S RANGE.

সংবাদ

—এ দেশে এই রূপ রাষ্ট্র আছে যে, যাই সর্পে দংশন করে আর দষ্ট ব্যক্তি যদি তৎক্ষণাৎ সর্পকে দংশন করিতে পারে, তাহা হইলে সর্প বিষ নির্ব্বিষ হইয়া যায়। সম্প্রতি কালিকট নামক স্থানে এক ব্যক্তিকে একটী বিষাক্ত সর্পে দংশন করে। সর্প যাই তাহাকে দংশন করিয়াছে আর সে সর্পকে ধরিয়া এরূপ দংশন করে যে তাহাতে সর্পের মৃত্যু হয়। এবং এই প্রক্রিয়া দ্বারা সে বিষ হইতে মুক্ত হয়।

—এক খানি জর্ম্মেনী সম্বাদ পত্রে এই সম্বাদটী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রিষ্টানদিগের ১৫৫৯টি মিশনারি ষ্টেশন আছে এবং তথায় ২১২২ জন ধর্ম্ম যাজক ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহারা ১৫৩৭০৭৪ জন খৃষ্টানকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন। মিশনারি ষ্টেশনে ৩৮৯০৫৯ জন পাঠক আছেন। ইহারা ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন। ইহাদের নিমিত্ত বৎসর ১১০৭৩১৪০ টাকা ব্যয় হয়।

—অভিনয় সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট যে আইন প্রস্তুত করিয়াছেন লক্ষ্ণৌয়ে ইতি মধ্যে উহা প্রতিবাদের নিমিত্ত একটী সভা হইয়া ছিল। সভায় প্রায় দুই শত লোক উপস্থিত হন। ভবানীপুরেও এই উদ্দেশে একটী সভা হইয়া ছিল।

—এ বৎসর যে রূপ অনুমান করা হইয়া ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক আফিং অধিক হইয়াছে। প্রায়ই দেখা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট যাহা অনুমান করেন তাহা অপেক্ষা আফিং শেষে অধিক হয়।

—প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষে যাহাকে২ মেডেল প্রদান করেন তাহাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন যে, তাহারা মেডলের উপর তাঁহার নাম অঙ্কিত করিতে পারেন।

—আকোলায় এক জন মুসলমান কণ্ট্রাক্টর তাহার অধীনস্থ অনেক গুলি কুলিকে হত্যা করিয়াছে। সে নিজে স্বীকার করিয়াছে যে, তাহার অধীনে যে সমুদয় শকট বাহকেরা কাজ করিত তাহার ১৪ জনকে সে বিষ পান করাইয়া হত্যা করে। মুসলমান কণ্ট্রাক্টর আপাতত পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হাজতে রক্ষিত হইয়াছে। পারিসের এক খানি সম্বাদ পত্রে বিষ প্রয়োগ দ্বারা প্রাণ নষ্টের একটী অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। পারিসে এক জন ডাক্তার দাঁত বাধাইত। সে এই কার্য্যে বিশেষ তৎপর থাকাতে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে দাঁত বাঁধাইয়া লইতেন। এই দন্ত ডাক্তার ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক দন্ত বাঁধানের সুযোগে তাহাদিগকে বিষ প্রয়োগ করিত এবং এই রূপে বিষাক্ত হইয়া তাহারা প্রাণ ত্যাগ করিতেন। দন্তের ডাক্তার ধরা পড়িয়াছে এবং আপাতত বিচারাধীন রহিয়াছে।

—রাইন নদীর নিকট এক ব্যক্তির একটী দ্রাক্ষ ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু তাহার দ্রাক্ষলতা ক্রমে ক্রমে শুখাইতে লাগিল। কেন উহা শুকাইয়া যায় সে তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। কিছু দিন পরে তথায় কারবলিক আসিডের গন্ধের ঘ্রাণ তাহার নাশিকারন্ধ্রে প্রবেশ করে। ক্ষেত্রের নানা দিকে সে অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোথা হইতে এই গন্ধ নির্গত হইতেছে কোন ক্রমে তাহার অনুসন্ধান পাইল না। শেষে দ্রাক্ষ ক্ষেত্র খনন করিয়া দেখে যে, ক্ষেত্রের নিম্নে একটী স্থান জলে পরিপূর্ণ এবং এই জল কারবলিক আসিডে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই জল অনেক রোগের উত্তম ঔষধ এবং সে এই কারবলিক আসিড মিশ্রিত জল বিক্রয় করিয়া বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে।

—বষ্টরের গোলযোগের কথা সকলে শুনিয়াছেন। বষ্টরের রাজা এক জন করদ রাজা। ইহার রাজ্যের প্রজারা সহসা রাজ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। প্রজারা ক্রমে আসিয়া রাজ বাটী আক্রমণ করে। রাজা ইহাদিগকে শাসন করিতে অক্ষম হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত কতক গুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে শাসন করিয়াছেন। এই গোলযোগের কারণ রাজার দেওয়ান। একটী অর্দ্ধ শিক্ষিত গোয়ালার ছেলের উপর রাজার কি শুভ দৃষ্টিপাত পড়ে। গোয়ালার পুত্র ক্রমে রাজার প্রিয় হইয়া উঠে। তিনি ক্রমে তাহাকে তাহার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন এবং রাজার উপর ক্রমে তাহার এরূপ আধিপত্য হয় যে রাজ পরিবারস্থ অনেকে তাহাতে বিরক্ত হন। গোয়ালার পুত্রের উচ্চে উঠিয়া মস্তিস্ক ঘুরিয়া যায় এবং তাহার ফল এই প্রজা-বিদ্রোহ।

—সার উইলিয়াম গল ইংলণ্ডের মধ্যে এক জন অতি প্রধান চিকিৎসক। ইনি লণ্ডন নগরে চিকিৎসা করেন। লণ্ডনে তাহার এরূপ পশার যে, কদাচিৎ তিনি নগরের বাহিরে চিকিৎসার নিমিত্ত গমন করিতে পারেন। বাহিরে গেলে তাহারও বিস্তর ক্ষতি এবং নগরবাসীদিগেরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ইনি এই নিমিত্ত বাধ্য হইয়া অন্যত্র গমন করিতে হইলে অধিক দর্শনি গ্রহণ করেন। সম্প্রতি লিবর পুলে একটি যুবতীর জ্বর হয়। তিনি শঙ্কটাপন্ন পীড়িত হইয়া পড়েন। সার উলিয়মকে যুবতীর অভিভাবকেরা লিবরপুলে লইয়া যায়। তিনি হাত ছাড়াইতে না পারিয়া সেখানে গমন করেন এবং এক বিজিটেরম নিমিত্ত ৩০০ শত গিনি গ্রহণ করেন।

—আমরা ইতিপূর্ব্বে এক বার প্রকাশ করি যে, ফ্রান্সে গ্লাস প্রস্তুত হইতেছে। ইহা সামান্যতঃ আমরা যেরূপ গেলাস দেখিয়া থাকি তাহার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নহে। বেষ্টিনা নামক এক ব্যক্তি এই গেলাস প্রস্তুত করার প্রকরণ আবিষ্কার করিয়াছেন। কি উপায়ে এই রূপ গেলাস প্রস্তুত হয় এখন তাহা প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু ইহা যে তত কষ্ট সাধ্য কি ব্যয় সাধ্য নহে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই গেলাসের আবিষ্কারকারী এত দূর প্রকাশ করিয়াছেন যে, এখন গেলাস প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় এই নূতন প্রকারের গেলাস প্রস্তুত করিতে তদপেক্ষা শত করা ৫০ টাকা অধিক ব্যয় ও কয়েক ঘণ্টা অধিক সময় লাগিবেক। অনেক রূপ পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এখনকার গেলাস অপেক্ষা ৫০ গুণ কঠিন এবং উহা অতিশয় উষ্ণ করিয়া সহসা শীতল করিলে ফাটিয়া যাইবে না। এই গেলাস ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে ধাতু পাত্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া উঠে, ভাঙ্গিয়া যায় না।

—বোম্বায়ে সম্প্রতি একটী মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। এক জন বাজিকর বলে যে সে এক রূপ মন্ত্র জানে। ঐ মন্ত্র পাঠ করিলে তাহার শরীর অভেদ্য হইবে। উহার ভিতর বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না। এক স্থানে সে এই মন্ত্রের ফল পরীক্ষা করে। বাজিকর মন্ত্র পাঠ করিয়া শরীরকে অভেদ্য করিল। অপর এক জন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। গুলি বাজিকরের মস্তকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। পোলিস হত্যাকারীকে বিচারালয়ে চালান দেন। হত্যাকারী বলিতেছে যে, বাজিকরকে হত্যাকরা তাহার অভিসন্ধি ছিল না। বাজিকরের আত্মীয় স্বজনে বলিতেছে যে, পূর্ব্বে অনেকে এই রূপ বাজিকরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে, কিন্তু কখনই তাহার শরীরের মধ্যে গুলি প্রবেশ করে নাই। এবার বন্দুকের গুলিতে কি রূপে যে তাহার মৃত্যু হইল তাহা তাহারা বলিতে পারে না।

—গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ৪৪০০০০০ টাকায় ৪৬০০০০ টন শস্য ক্রয় করেন। ২৮ মনে এক টন হয়। ত্রিহুতে ইহার ৪৮ লক্ষ মন অর্থাৎ ১৬৮০০০০০ টাকার শস্য ব্যয় হয়। সমুদয় বাঙ্গলা ও বেহারে ১২০৬৫০০০ মন চাউল নষ্ট হয় এবং ইহার মূল্য ৪২৭১৭১০৩ টাকা। পূর্ব্বে অনুমান করা হয় যে, দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত ৬১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার নিমিত্ত ৬৭৫৫৫৩৩ টাকা ব্যয় হয়। দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত রেলওয়ের ১৭০০০০০ টাকা আয় হয়। দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে ১৪৬৫০০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয় এবং ভারতবর্ষে ১৩১৩১৯০ টাকা আদায় হয়।

—মান্দ্রাজের জন কয়েক প্রধান ইংরাজের উদ্যোগে উত্তর পশ্চিম আমেরিকায় একটী উপনিবেশ সংস্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। আমাদের বিশ্বাস,

যাহারা এই রূপ উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহারা কালে বিক্রমশালী হয়। ইংলণ্ডের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ইংরাজেরা আমেরিকায় যদি উপনিবেশ স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে আমেরিকাবাসীদিগের দ্বারা এখন জগতের যে অসংখ্য উপকার হইতেছে তাহা কখনই হইত না। যাহারা উপনিবেশ স্থাপন করেন তাহারা শুদ্ধ আপনাদিগের মঙ্গল সম্পাদন করেন না, তাহাদের কার্য্য দ্বারা সমস্ত জগত পরিণামে বিশেষ উপকৃত হয়।

—ব্রহ্ম দেশ লইয়া ইংরাজেরা কিছু ব্যতি ব্যস্তে পড়িয়াছেন। সকলের স্মরণ আছে, আজ কয়েক মাস হইল জন কয়েক ব্রহ্মবাসী যে স্থানে গবর্ণমেণ্ট বারুদ গুলি ও অস্ত্র শস্ত্র রক্ষা করেন তথায় অগ্নি প্রদান করিয়া নগর লুণ্ঠন ও ইংরাজদিগের হত্যা করার যত্ন করে। ইহাও সকলের স্মরণ আছে যে, জন কয়েক দস্যু এক জন পোলিস সুপারিণ্টেণ্ডণ্টকে হত্যা করে। সম্প্রতি আবার নগরের স্থানেং এক খানি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় যে, কয়েকটী রাজার সত্বর অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইবে।

—চিনেরা শুদ্ধ ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধ সজ্জা করিতেছে না, ও ইউরোপীয় অস্ত্র দ্বারা যোদ্ধাগণকে বিভূষিত করিতেছে না, তাহারা ইউরোপ হইতে সুশিক্ষিত যোদ্ধাগণ আনয়ন করিয়া তাহাদের দ্বারা সৈন্য শিক্ষা দিতেছে। সম্প্রতি এক জন জর্ম্মেনি তাহাদিগকে অস্ত্র শিক্ষা দিতেছে। রণজিত সিংহের সৈন্য দলকে এক জন ফারাশি সেনানী অস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিয়া ছিলেন। এই ফারাসী সেনানী নেপোলিয়ান বোনাপার্টের শিক্ষিত এক জন ছাত্র। বোনাপার্ট বিপদাপন্ন হইলে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ক্রমে রণজিতের যুদ্ধ দলে প্রবেশ করেন। ইহার শিক্ষিত খালসা সৈন্যেরা ইংরাজদিগের শিক্ষিত যোদ্ধাগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে এবং যদি গোলাব সিংহ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তাহা হইলে ইংরাজদিগের হয় ত খালসা সৈন্যদিগের যুদ্ধ নৈপুণ্যের কথা চিরকাল স্মরণ করিতে হইত। চিন দেশে যে জার্ম্মেনীয় আসিয়া চিনদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, তিনি যদি জার্ম্মাণ সেনানী বিখ্যাত মলটকের শিষ্য হন, তাহা হইলে হয় ত তিনিও চিন দেশে খালশা সৈন্যের ন্যায় বিজয়ী এক দল সৈন্য প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং হয় ত এই সৈন্য দলের নিমিত্ত ইংরাজ কি রুশিয়ার এক দিন ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে।

—বিচার সাহেব নামক এক ব্যক্তির একটী প্রসিদ্ধ মকর্দ্দমা ইংলণ্ডে হইতেছে। গত বৎসর এই মকর্দ্দমার নিমিত্ত দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। আমাদের কলিকাতার দুই জন সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে এক কি দেড় কাটা ভূমি লইয়া একটী মকর্দ্দমা আজ বৎসরাবধি আরম্ভ হইয়াছে। ইহারা এই ভূমি জরিপ ও ইহার নকল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

—সম্প্রতি লণ্ডনে এক খানি অতি ক্ষুদ্র প্রার্থনা পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। এ রূপ ক্ষুদ্র অবয়ববিশিষ্ট পুস্তক ইহার পুর্ব্বে আর কখন মুদ্রিত হয় নাই। পুস্তক খানি চর্ম্মের দ্বারা বাঁধান। ওজনে এক আউন্স অপেক্ষা কম। দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চ চৌড়া এবং সোয়া ইঞ্চ পুরু।

—এত দিন পরে বোধ হয় দেশীয় সৈন্যদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। ইংলিশম্যান সিমলা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট সিপাহী সৈন্য ও দেশীয় সৈনিক কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করিবার আদেশ দিয়াছেন। বোধ হয় রুসিয়ার তূর্ণ গতিতে অগ্রসর দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের এ দেশীয় সৈনিকদের প্রতি সুদৃষ্টি পড়িয়াছে।

—সমুদ্রে তল দিয়া ইংলিশ চ্যানেলের পারাপার যে পথ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হয় তজ্জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। এই উদ্দেশে ইংলণ্ডে একটী ও ফ্রান্সে একটী কোম্পানি সংস্থাপিত হইয়াছে। ফারাসী কোম্পানির নিমিত্ত ইতি মধ্যে আট লক্ষ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ইংলিশ কম্পানি ও টাকা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সকলে ভরসা করিতেছেন যে কার্য্য সত্বর আরম্ভ হইবে।

—ডাবেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয় লক্ষ্ণৌয়ে তাহাদের অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করিতেছেন।

—আকায়াবে তিন জন ইউরোপীয়ান ইঞ্জিনিয়ার এক দিন কোন বন্ধুকে দেখিতে যাইতে ছিলেন। পথি মধ্যে তাহারা এক গাছি সুতা দেখিতে পান। এই সূত্র তথাকার অধিবাসীগণ তথায় রাখিয়া ছিল। তাহাদের বিশ্বাস যে, যে পর্য্যন্ত সুতা গাছী অখণ্ড থাকিবে তাবৎ তাহাদের গ্রামে ওলাউঠা প্রবেশ করিবে না। কিন্তু ইঞ্জিনিরার সাহেবেরা তাহা না জানিতে পারিয়া সুতা ছিড়িয়া চলিয়া যান। ইহাতে গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া গুরুতররূপে আহত করে। এক জন এ রূপ আহত হন যে পর দিন প্রাতে তাহার মৃত্যু হয়।

—মান্দ্রাজে ডাকহরকারাদের পরীক্ষার্থে একটী কৌশল অবলম্বন কর হয়। পোষ্টাল কর্ম্মচারীগণ পোষ্টমাষ্টারদের সহিত পরামর্শ করিয়া কতক গুলি পত্রের ভিতর সামান্য মূল্যের জিনিস পুরিয়া উহা ডাকে রওনা করেন। পত্র গুলির শিরোনামায় কৃত্রিম মনুষ্যের নাম লেখা হয়। ডাকহরকারারা পত্র গুলি হস্তগত হইবা মাত্র বুঝিতে পারে যে উহার মধ্যে কোন মূল্যবান বস্তু আছে। তাহারা প্রেরিত ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করে কিন্তু কাহাকেও পায় না। তাহারা অবলীলা ক্রমে পত্র গুলি ছিড়িয়া ফেলিয়া উহার মধ্যস্থিত জিনিস গুলি লইতে পারিত, কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া সমুদায় পত্র গুলি পোষ্টমাষ্টারের হস্তে অর্পণ করে। এ রূপ বিশ্বাসী ব্যক্তিদের পুরস্কার প্রদান করা কর্ত্তব্য।

—স্ত্রী প্রজা কোন দেশে রাজ শাসন প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না; কিন্তু চিলি নামক স্থানে স্ত্রীলোক আপাতত এই স্বত্বটি প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজ্য শাসন সম্বন্ধে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীরও সেখানে মত গ্রহণ করা হইবে। চিলিতে এই রূপ নিয়ম হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ যে কেহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে এবং লেখা পড়া জানে সেই রাজ শাসন সম্বন্ধে আপন মতামত প্রদান করিতে পারিবে।

—নিজামের মন্ত্রী সার সালার জঙ্গের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ ভারতবর্ষীয় আর কোন স্বাধীন রাজার নিকট নাই। এবার যখন যুবরাজ ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আগমন করেন তখন তিনি তাহার ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন। লর্ড নর্থব্রুকের ইচ্ছা থাকে যে, তিনি যুবরাজকে ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন। ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদিগের সঙ্গে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টর কি সম্বন্ধ তাহা লইয়া অনেক দিন অবধি ভারি গোলযোগ যাইতেছে। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে, মহারাণী দিল্লীশ্বরের পদবীতে আরূঢ় হন এবং এদেশীয় স্বাধীন রাজারা তাঁহাকে "ভারতেশ্বরী" বলিয়া স্বীকার করেন। স্বাধীন রাজারা ইহার প্রতি আপত্তি করেন। সিপাহী যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহারা কখনই গবর্ণমেণ্টকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সিপাহী যুদ্ধে যে ঘোরতর রক্তপাত হয়, ইংরাজেরা তখন যে সংহার মূর্ত্তি ধারণ করেন ইহা দেখিয়া এদেশীয় স্বাধীন রাজারা ভীত হন। তাহারা যখন এই রূপ ভীত হইয়া পড়েন তখন লর্ড ক্যানিং সনন্দ প্রদান করেন। ভয়ে সকলে এই সনন্দ গ্রহণ করেন। যদিও তাহাদের অনেকে তখন বুঝিতে পারেন যে, এই সনন্দ গ্রহণ করিলে গবর্ণমেণ্টকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তথাচ ভয়ে ইহার প্রতি কেহ আপত্তি করিতে পারেন না। হাইদ্রাবাদের নিজামকেও এই সনন্দ গ্রহণের প্রস্তাব হয়। তিনি ইহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। তখন বর্ত্তমান নিজামের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপরে হাইদ্রাবাদের দরবারে যে ইংলিশ রেসিডেণ্ট থাকেন তিনি অনেক কৌশল করিয়া তাহাকে সনন্দ ও ষ্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রদান করেন। এই সনন্দ ও ষ্টার প্রদান কালে নিজাম ইহা সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন না, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাম হস্তে উহা গ্রহণ করিয়া উহা আপনার গদির নিম্নে গুজিয়া রাখেন। যে রাজ পুরুষ এই সনন্দ ও ষ্টার নিজামকে প্রদান করেন, তিনি ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হন। তিনি গবর্ণমেণ্টে নিজামের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। গবর্ণমেণ্ট নিজামের কৈফিয়াৎ তলব করেন এবং তিনি কৈফিয়াতে লিখেন যে, "আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট কখন কোন সনন্দ কি ষ্টার প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, প্রত্যুত ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট যখন ইহা আমাকে প্রদান করার কথা উত্থাপন করেন, তখন ইহা আমি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হই, তথাচ আমার অনভিমতে আমাকে ইহা প্রদান করা হয়। আমি ইহা গ্রহণ করিয়া ইহা ব্যবহার কি ইহা কোন রূপ নষ্ট করি নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি আমার উপর বিরক্ত হইয়া থাকেন তবে আমি উহা প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।" গবর্ণমেণ্ট ইহার আর কোন উত্তর প্রদান করেন না। তদবধি কি তাহার পূর্ব্বে নিজাম কখনই গবর্ণমেণ্টের কোন দরবারে উপস্থিত হন নাই। লর্ড নর্থব্রুক যুবরাজকে ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়া নিজামকে দরবারে উপস্থিত করিবার যত্ন করেন কিন্তু সালার জঙ্গের কৌশলে তিনি পরাভূত হন। এই উপলক্ষে নিজামের মন্ত্রীর ভারি সুখ্যাতি হয়। ইংলণ্ড পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি ও রাজ কৌশলের নিমিত্ত লোকে প্রশংসা করে। তিনি সম্প্রতি ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। কেন যাইতেছেন তাহা কেহ অবগত নন। বেরার লইয়া গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে নিজামের বিবাদ আছে। সেই বিবাদের কোন রূপ সুবিধা করিবার নিমিত্ত হয় ত তিনি ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তিন জন আরব জমাদার তাহার সঙ্গে ইংলণ্ডে গমন করিবার উদ্যোগ করেন। এই তিন জন জমাদারের নাম সুকুন্দম জং বাহাদুর, বরফ জং বাহাদুর, গোলাব জং বাহাদুর। ৩রা এপ্রেল ইহারা হাইদ্রাবাদ হইতে যাত্র করেন। তাহারা যে হাইদ্রাবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন আর সুকুন্দম তারে সম্বাদ পাইলেন যে, তাঁহার গৃহ দাহ হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। তাহার পর দিন গোলাব তারে সম্বাদ পাইলেন যে, তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। তৃতীয় দিন বরফ জং তারে সম্বাদ পাইলেন যে, আরব্য সাগরে ইহার কয়েক খানি বাণিজ্য তরি জলমগ্ন হইয়াছে। এই সমুদয় বিপদের নিমিত্ত জমাদারেরা ইংলণ্ডে গমন করিতে বিরত হন নাই। তাহারা জং বাহাদুরের সঙ্গে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন।

প্রেরিত।

মহিষমারীর রাস্তা।

ভারত সংস্কারক মহিষমারির রাস্তা হওয়া উচিত কি না তাহার বিশেষ যুক্তি বা কারণ না দর্শাইয়া কেবল কতক গুলি ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। এই কারণেই বাঙ্গলা সম্বাদ পত্রের উপর সাহেবদিগের এবং সাধারণের এত অশ্রদ্ধা। তাহারা যুক্তি ও কারণ অবলম্বন করিয়া এ বিষয়ে তর্ক করিলে আমরাও আমাদিগের কারণ দর্শাইতে প্রস্তুত আছি। সকল বিষয়ের পক্ষাপক্ষ ও মতামত আছে, অতএব মত ভেদ হইলে ভারত সংস্কারক যদ্যপি কটু বলিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সংস্কারক নামের পরিবর্ত্তে অন্য নাম রাখা উচিত। এমন কি, তিনি রোড সেস কমিটীর মেম্বরগণকে, অমৃত বাজারের সম্পাদককে এবং আমাকে কটু বলিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার মতে কোন হাকিম দ্বারা তদন্ত না হইয়া দিগম্বর বাবুর প্রস্তাব ও অনুরোধে সকলেই মহিষমারি রাস্তা হওয়ার পক্ষে সপক্ষতা করিয়াছেন এবং উক্ত রাস্তা দ্বারা এ প্রদেশের এবং সুন্দর

বনের কোন উপকার দর্শিতেছে না। এমত স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, আদৌ এই রাস্তা দিগম্বর বাবুর প্রস্তাব অনুসারে হয় নাই। অত্র জেলার ভূত পূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ক্র, বি, পিকক সাহেব যৎকালে এ প্রদেশ বিশেষতঃ জয়নগর থানা পরিদর্শন করিতে আইসেন সেই সময় তিনি এই থানার অভ্যন্তরের অনেক স্থান পরিদর্শন করিয়া ছিলেন। তখন এ প্রদেশের কতক গুলি ব্যক্তি এ বিষয়ে তাহার নিকট বাচনিক দরখাস্ত করেন। তাহাতে তিনি নিজে তদন্ত করিয়া এক মিনিট লিখিয়া কমিসনার সাহেবের নিকট পাঠান। কমিসনর সাহেব ঐ মিনিট অনুসারে রোড সেস কমিটিতে প্রস্তাব করেন এবং রোড সেস কমিটির মেম্বরগণ তদনুসারে বারাসত হইতে মহিষমারি পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হওয়া অবধারিত করেন এবং বারুইপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তৎকালে উপস্থিত না থাকায় ডায়মণ্ড হারবারের সব ডেপুটি বাবুর দ্বারা ঐ রাস্তা তদন্ত হয়। তাহার মতে বারাসতের পোলের নিকট হইতে গোঁড়ের হাট ও বাঁটরার হাট দিয়া ঐ রাস্তা মহিষমারি যাইলে দেশের যথেষ্ট উপকার হয়, অর্থাৎ এক্ষণে যে রাস্তার নিমিত্ত লাইন দেওয়া হইয়াছে তাহার পশ্চিম অংশ অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণ দিয়া যাইলে যথেষ্ট উপকার হইবেক। বারাসতের বাজারের নিকট না হইয়া বারাসতের পোলের নিকট হইতে হইলে সুবিধা হয়। ভারত সংস্কারক আমার মতের প্রতিবাদে দেবেন্দ্র বাবুর যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই মতের সহিত ঠিক ঐক্য হইতেছে। রাস্তার এক মুখ ১০। ১৫ রশী উত্তরে সরিয়া যাইলে কোন উপকার নাই এবং ১০। ১৫ রশী দক্ষিণে সরিয়া আসিলে সম্পূর্ণ উপকার আছে ইহা সঙ্গত কথা নয়। তথে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণে সরিলে অধিক উপকার।

জয়নগর থানা হইতে গবর্ণমেণ্টে যে দরখাস্ত করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশ লোকের জয়নগর টাউনে বাস, সুতরাং তাহারা রোড সেস ও হাউস ট্যাক্স দেন না। যাহা হউক কি কি কারণে রাস্তা হওয়া উচিত তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভারত সংস্কারক লিখিয়াছেন যে, মহিষমারির রাস্তার পার্শ্বে অধিক লোক নাই, এই জন্য উহা আবশ্যক নাই। রোড সেস পোল ট্যাক্সের মত মাথা গণ্‌তির উপর ট্যাক্স অবধারিত হয় নাই, ইহা ভূমির রাজস্বের উপর অবধারিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে কৃষি কার্য্যের উন্নতি হয় সে বিষয়ে রোড সেস টাকা ব্যয় হইতে পারে। কেবল লোকের গতায়াতের সুবিধা না দেখিয়া ক্ষেত্র উৎপন্ন দ্রব্য সকলের আমদানি রপ্তানির সুবিধা এবং জল নিকাশের সুবিধা, লোনা জল বন্ধ এবং অধিক পরিমাণে মিষ্ট জল না আইসে এবং আবশ্যক মতে মিষ্ট জল লওয়া এই সকল সুবিধা দেখিতে হইবেক। এই রাস্তা দ্বারা এই সকল কার্য্যের ও বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা হইবেক। কি কারণে বাণিজ্যের উন্নতি হইবেক তাহা পূর্ব্ব পত্রে দর্শান হইয়াছে। আর দুই একটী দর্শান যাইতেছে। জয়নগর থানার মধ্যে কোন ঘাট বা বন্দর নাই। জয়নগর থানার উত্তর অংশে ঢোশা নামক যে একটি ঘাট ছিল তাহা হবগা ও খড়মপাড়া খালের দৌরাত্মে লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। এক্ষণে মথুরাপুর থানার অন্তর্গত নেলুয়া ও বারুইপুর থানার অন্তর্গত সূর্য্যপুরের ঘাট ভিন্ন জয় নগর থানার অন্য উপায় নাই। নেলুয়া খাল যেরূপ ভরাট হইয়া অপ্রশস্ত হইতেছে তাহাতে দুই তিন বৎসরের মধ্যে ঘাট হইতে ২।৩ ক্রোশ দূরে নৌকা থাকিবেক। জয়নগর থানার পূর্ব্ব দিয়া নদী বহতা আছে অথচ কোন ঘাট নাই। বারাসাতের পোল হইত গোঁড়ের হাট ও বাঁটরার হাট দিয়া মহিষমারি রাস্তা প্রস্তুত হইলে জয়নগর থানার মধ্য স্থান দিয়া রাস্তা হইয়া ঘাট প্রস্তুত হয়। এপ্রদেশের শালতীর চলাচল অধিক। ঐ রাস্তার খাদ দিয়া মহিষমারী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত একটী শালতীর পথ প্রস্তুত হয়। এক্ষণে এ প্রদেশে সুন্দর বনের মধ্যে কোন শালতীর পথ নাই। এ পথ প্রস্তুত হইলে মহিষমারি পর্য্যন্ত নৌকায় তদপরে শালতীতে জিনিষ পত্র আমদানি রপ্তানির সুবিধা হইতে পারে। মহিষমারি ঘাট হইলে সূর্য্যপুর অপেক্ষা মহিষমারিতে সুন্দরবনজাত দ্রব্যাদি সস্তা দরে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কারণ সুর্য্যপুর অপেক্ষা মহিষমারি অধিক নিকট, বিশেষতঃ সুর্য্যপুরের সমুদায় আমদানি জিনিষ জয়নগরে আনিতে হইলে মহিষমারি অপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়ে, কারণ সুর্য্যপুর হইতে জয়নগরে শালতীতে দ্রব্যাদি আনিলে মগরা দিয়া আসিতে হয়, তাহাতে অনেক ঘুর হয় কিন্তু মহিষমারির শালতীর রাস্তা অল্প দূর এবং সোজা। এই রাস্তার খাদের দ্বারা জয়নগরের অভ্যন্তরের সমস্ত স্থানে শালতী গতায়াত করিতে পারিবেক কারণ এই রাস্তার খাদের সহিত মজা খাল বা খাদ প্রজারা জল নিকাশ ও জল আনিবার নিমিত্ত অতি অল্প ব্যয়ে যোগ করিয়া দিতে পারিবেক। এক্ষণে সর্ব্বত্রে শালতী গতায়াত করিতে পারেনা। রোড সেস কমিটি বারাসাত হইতে মহিষমারি পর্য্যন্ত রাস্তা অবধারিত করিয়াছেন, অতএব বারাসাতের দক্ষিণ ধার দিয়া রাস্তা প্রস্তুত না হইয়া যদ্যপি মধ্য স্থান দিয়া সরবেয়ার বা ইঞ্জিনিয়ার লাইন দিবার সময় কিঞ্চিৎ উত্তরে দিয়া থাকেন তাহা হইলে রোড সেস কমিটীর কোন দোষ নাই এবং সরবেয়ারদিগেরও কোন বিশেষ দোষ নাই, কারণ এদেশের অবস্থা তাহারা তত ভাল জানেন না। উদাহরণ স্থলে নিম্ন লিখিত বিষয়টী দেওয়া হইল। ইহাতে রাস্তা হওয়া উচিত কি না বিবেচনা করিবেন। সে দিবস বারুইপুর সব ডিবিজনে দাতব্য চিকিৎসালয় উপলক্ষে একটী সভা হয়। তাহাতে এ প্রদেশের অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। সেই স্থানে মহিষমারির রাস্তার বিষয় আন্দোলন হইয়াছিল। অনেকের মত যে, মহিষমারি রাস্তা হইলে অনেক উপকার আছে। তন্মধ্যে সভাস্থলে বহড়ু নিবাসী অন্যতম জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বসু ব্যক্ত করেন যে, তাহার কোন খানসামার আত্মীয় বর্ষা কালে মহিষমারিতে চাষ করিতে গিয়া পীড়িত হইয়াছিল। কোন গতিকে সে ব্যক্তিকে বাড়ীতে আনিবার নিমিত্ত সংবাদ পাঠায় কিন্তু মহিষমারিতে শালতীর দ্বারা কিম্বা হাটিয়া, যাইবার কোন সুবিধা না থাকায় তাহার কোন তত্ত্বাবধান করা যায় না, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। মহিষমারি জয়নগর থানার অন্তর্গত, বর্ষাকালে গমনাগমনের অসুবিধাহেতু মহিষমারিতে পুলিষের তত্ত্বাবধান হয় না, সুতরাং ঐ সময় ইংরেজ রাজ্য মধ্যে মহিষমারি থাকা না থাকা তুল্য। সুতরাং ভারত সংস্কারকের ও বারুইপুরের ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের কথার উপর নির্ভর করিয়া আমার অনেক ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু স্বচক্ষে ঐ সময় স্থান দৃষ্ট করিয়া আসিয়া আমার সে সময় ভ্রম দূর হইয়াছে। এ সমস্ত কারণ পর্য্যালোচনা না করিয়া ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রের উপর সংস্কারক দোষারোপ করিয়াছেন ও কটূ বলিয়াছেন। তিনি যে রূপ বলিয়াছেন তাহার প্রতিশব্দ আমার নিকট নাই যে তাহাকে উত্তর দিতে পারি। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে যাহার জঠরে যে দ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে পীড়ার সময় তাহাই উদ্‌গীরিত হয়।

এই রাস্তা দ্বারা কেবল যে হুগলী নদীর ধার হইতে পিয়ালি পর্য্যন্ত যে একটী রাস্ত হইবেক এমত নয়। হুগলী হইতে পিয়ালি পর্য্যন্ত একটী খালও প্রস্তুত হইবেক। ডায়মণ্ড হারবরের উত্তর দিয়া যে খাল উদ্ভি হইয়া ধোনপোতায় আসিয়াছে তাহা বারাসতের পোলের নিচে কাটা খালের সহিত মিলিত হইয়াছে ও বারাসাতের পোল হইতে মহিষমারি পর্য্যন্ত রাস্ত হইলে বারাসত হইতে মহিষমারি পর্য্যন্ত খাল ও প্রস্তুত হইল। তাহা তাহা হইলে ডায়মণ্ড হারবর হইতে এক লাইনে অর্থাৎ সমস ত্রে একটী খালও প্রস্তুত হইল এবং ঐ খালের দুই পার্শ্বের স্থানেরও যথেষ্ট উপকার হইবেক। এজন্য মহিষমারি রাস্তা দ্বারা বাঁকীপুর ও ডায়মণ্ড হারবরের যথেষ্ট উপকার আছে। মহিষমারি হইতে আমদানি কাষ্টাদি ধোনপোতা, হটু গঞ্জ, সরিসা, ডায়মণ্ডহারবর ও তদন্তর্গত অনেক২ গ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে পারে। তাহা হইলে এ প্রদেশস্থ সমস্ত প্রধান২ হাট ও ঘাট পরস্পর মিলিত হয়। গত দুর্ভিক্ষের সময় জয়নগর থানার অভ্যন্তরে চাউল ও ধান্য পাঠাইবার নিতান্ত অসুবিধা হইয়া ছিল। এই রাস্তাটী হইলে উহার খাদের দ্বারা ভবিষ্যতে এই অসুবিধা দূর হইবেক।

কুল্পি রাস্তার পশ্চিম ও ডায়মণ্ডহারবরের পূর্ব্ব এই দুইটী রাস্তার মধ্যের ভূমি সকল অতিশয় নিম্ন, অধিক জলে হাজা হইয়া সর্ব্বদা পতিত থাকে। ঐ ভূমির দক্ষিণ অংশ যাহা বাঁকীপুর ও সুলতানপুরের থানার অন্তর্গত পড়িয়াছে তাহার রাস্তার খাদের দ্বারা জল নিকাশের সুবিধা হইবেক। তবে মহিষমারিতে সুলুসের আবশ্যক অতএব এ সকল বিষয়ে যাহারা ভাল করিয়া বিবেচনা করেন না তাঁহারাই দরখাস্ত স্বাক্ষর করিয়া থাকিবেন তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে কখন স্বাক্ষর করিতেন না।

নিং শ্রীহরিদাস দত্ত।
মজিলপুর।

সুন্দর বন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রায় দিঘীর কিঞ্চিৎ পশ্চিমোত্তরে ২২ নং লাটে অর্থাৎ বকুলতলায় বড় দিঘী ও ছোট দিঘী নামক পরস্পর পার্শ্বস্থিত দুইটী সরোবর আছে। বড় দিঘীর জলকর প্রায় ৩০ বিঘা এবং ছোট দিঘীর জলকর প্রায় ১৮ আঠার বিঘা হইবে। বড় দিঘীর জল নাই কিন্তু তাহার পাহাড় অদ্যাবধি ১৫।১৬ হাত উচ্চ রহিয়াছে। ছোট দিঘীর জল লবণাক্ত এবং তাহা সর্ব্ব সময়ে থাকে। বড় দিঘীর পাহাড়ের উপর হরীতকী, আমলকী ও বয়ড়ার গাছ বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাগুক্ত ২২ নং লাটে কালে খাঁ ও ফতে খাঁ নামে আরো দুইটী পুষ্করিণীর স্থান অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে কিন্তু তাহাতে জল নাই। ঐ দুই পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপর অতি সুমিষ্ট ক্ষীর খেজুর, গাব, খেজুর, বকুল, তাল, স্থানে স্থানে আইচ, রমণ ও চটকা এবং অনন্তমূল বিস্তর জন্মে। কোন কোন স্থানে বহুদিবস স্থায়ী ও ঊর্দ্ধে প্রায় ৬।৭ হস্ত পরিমিত কার্পাস তুলার গাছ বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বৃক্ষ এতাদৃশ স্থূল হয় যে ভূমি হইতে ২।৩ হস্ত ঊর্দ্ধে মনুষ্য অনায়াসে উহার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

কয়েক বৎসর গত হইল শেষোক্ত লাটে শান পুকুর নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দেখা গিয়াছে। আবিষ্কারাবধি তত্রত্য লোকেরা ইহার জল পান করিতেছে। এই সরোবরের চতুর্দ্দিক তলা পর্য্যন্ত ডকের গাঁথুনীর ন্যায় ইষ্টক দিয়া গাঁথা ছিল। এই লাটে বড় বড় পাথরের কবিরাজী খল, কাণা তোলা ভাত খাইবার পাথর, খুরা দেওয়া শীল ও এক ফুট কিউব ষড়্‌দল পদ্মাঙ্কিত একখানি পদ্মাসন এবং মাটীর বাসন, হাঁড়ী, কলসী, দেরকো, বদনা, সানক, তেলের ভাঁড় ও পান খাইবার মাটির কুঁড়ে পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে ছোট নাগপুরে ধাঙ্গড়েরা যেরূপ হাঁড়ী কলসী গড়িয়া থাকে এই সকল হাঁড়ী কলসীর গঠন অবিকল সেই রূপ। তিন ফিট মাটীর নিম্নে ত্রিশীরা বেলোয়ারীচুড়ী পাওয়া যাওয়ায় বোধ হয় মুসলমান রাজত্বের সময়ে ইহাতে মনুষ্যের বসতি ছিল; কারণ মুসলমানদিগের হইতেই এতদ্দেশে বেলোয়ারিচুড়ীর ব্যবহার আরম্ভ হইাছে। বকুলতলা গ্রামে প্রায় ৬ ফিট মৃত্তিকার নিম্নে একটী নারিকেল বৃক্ষ এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে তাহার ছালের কিছু মাত্র ধ্বংশ হয় নাই এবং উহা এরূপ শক্ত ছিল যে সেই বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পুষ্করিণীর ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিবার পর আরো ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। উহার পাতা অবিকল মাটীতে দেখা গিয়াছিল কিন্তু হস্তস্পর্শেই উহা মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া যাইত। এখানে স্থানে স্থানে মাটীর মধ্যে গুড়ের নাগরীর ন্যায়

কলস পরিপূর্ণ গোঁটে কড়ি ও লবণ জাল দিবার চুল্লী মালসা পাওয়া গিয়াছে। এই কড়ি উত্তোলনকালীন শক্ত ছিল কিন্তু বায়ুর স্পর্শেই তাহা চূর্ণ হইয়া যাইত। শেষোক্ত মালসার ব্যাস প্রায় ১ ফুটের অধিক হইবে। হিন্দুদিগের বা মুসলমানদিগের রাজত্বের প্রথম সময়ে এই স্থানে যে লবণ প্রস্তুত হইত এই সকল চুল্লী ও মালসা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

১৩ নং লাটে নদীর বাগে যে সকল স্থান ডুবিবার সম্ভব নয় এরূপ স্থানে মৃত্তিকার মধ্যে এক মনুষ্যের অস্থি পঞ্জর পাওয়া যায়। ফকীরদিগের ন্যায় উহার গলায় কাঁটি পরান ছিল।

টাকীর পশ্চিম ৭২ নং লাটে তেঁতুলের আবাদে একটী পুষ্করিণী খনন করিবার সময়ে প্রায় ৮ ফিট মৃত্তিকার নিম্নে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা উত্তোলন করা গিয়াছিল। তাহা শুকাইয়া পোড়াইলে উত্তম রূপ জ্বলিয়া ছিল। ঐ মাটীতে উদ্ভিদের অংশ এত অধিক ছিল যে পাতা ও খোঁচার অবয়ব অবিকল মৃত্তিকাতে দৃষ্ট হইত কিন্তু হস্ত স্পর্শেই মৃত্তিকার সহিত উহা মিলিয়া যাইত।

খিদিরপুর হইতে কালী ঘাট দিয়া যে মজা গঙ্গা গঙ্গা সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে ঐ গঙ্গার কোন স্থানে পূর্ব্ব পাহাড় কোন স্থানে পশ্চিম পাহাড় দিয়া দারীর জাঙ্গাল নামে এক রাস্তা সুন্দর বনের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ রাস্তা প্রান্তে প্রায় ১ রশি বা দেড় রশি। ৪। ৫ ক্রোশ অন্তর উহার পার্শ্বে এক একটী পুষ্করিণী আছে। উহাদিগের জল অদ্যাবধি পানীয়ের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দক্ষিণ বারাশতের তিন পোয়া পূর্ব্ব দারী রাস্তার গায় গোঁড় নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ঐ পুকুরের পাহাড়ের উপর একটী হাট হয় তাহাকে গোঁড়ের হাট কহে। ঐ পুষ্করিণীর জল অতি উত্তম, গ্রীষ্মকালে প্রায় ১০। ১২ হাত জল থাকে। উহার ৪। ৫ ক্রোশ দক্ষিণ হেতেগড় পরগণার মধ্যে খাড়ী জুড়ীর পশ্চিম দারীর রাস্তার পার্শ্বে চেঁচকা নামে একটি পুষ্করিণী আছে। উহার জল অত্যুৎকৃষ্ট। একবার মাপ করিয়া দেখিয়া ছিলাম উহার দাম প্রায় ৫ হাত, জল ১২ হাত এবং পঙ্ক প্রায় ৬। ৭ হস্ত। ঐ পুষ্করিণীর ১৷৷০ রশি দিয়া এক লোণা খাল প্রবাহিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত সন্নিকটে লোণা খাল থাকিতেও পুষ্করিণীর জল কিছু মাত্র মন্দ হয় নাই। এই মজা গঙ্গার দুই পার্শ্বে নানাবিধ মন্দির ও বাঁধা ঘাটের চিহ্ন পাওয়া যায়। জয়নগর এই মজা গঙ্গার পশ্চিম ধারে এবং মজিলপুর ইহার চরের উপর আছে। ইহা যে গঙ্গার অভ্যন্তরে ছিল পুষ্করিণী খনন কালীন যে নৌকার মাস্তুল ও নঙ্গর উত্তোলিত হয় তাহাই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সুন্দর বনে নানাবিধ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কেওড়া গাছ, ঝাউ, আল বা পশু গাছ, ধুতোল লাউ, গান্তার, সুঁদীরী, বাগ, খলসী, যজ্ঞডম্বুর, পাকুড়, নল, হেঁতাল, গরাণ, বেত, বোঁচ সিঙ্গে, চেড়ি সুদিরী, বোলো, মধ্যে মধ্যে দেশীয় বাদাম, নিম এবং দেশীয় কুলের গাছ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রথমোক্ত চারি প্রকার কাষ্ঠে উত্তম রূপ গঠনাদি হইয়া থাকে। চেড়ী সুঁদিরীর ছালে উত্তম রূপ দড়ি প্রস্তুত হয়; বোধ করি যদি উত্তমরূপ পাট করা যায় তাহা হইলে ইহা হইতে কাপড়ও প্রস্তুত হইতে পারে। আম গাছ পুতিলে আম হয় কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত পোকা ইয়।

জন্তুর মধ্যে চিতে বাঘ, ডোরা বাঘ, গণ্ডার, মহিষ, হরিণ, বরাহ, লিক্ষ খট্টাস, বন্য বিড়াল, শৃগাল, খেঁকশিয়ালী, শজারু, খরগস, গোসাপ, বানর, বন্য মুরগী, নানাজাতীয় টেঁ, মনিয়া, বাবুই, কুঁকো, গগনভাঁড়, ষ্টার ফিস, ময়াল বা কালী কেউটা, বরাচিতা, লাউডগা এবং কেউটে প্রধান। ব্যাঘ্রী, সন্তান হইবার পূর্ব্বে খড় কুটী দিয়া বাসা প্রস্তুত করে। একেবারে তিনটী করিয়া শাবক প্রসব করে। ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রীর পুরুষ শাবক দেখিলে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। বরাহী সন্তান প্রসব করিবার পূর্ব্বে কাট কুটী দিয়া পাতকুয়ার ন্যায় বাসা প্রস্তুত করে।

সুন্দর বনের জল এত লোণা যে যদ্যপি ১০০ মণ জল জ্বাল দেওয়া যায় তাহা হইলে প্রায় ৩ মণের অধিক ও ৩॥ মণের কম লবণ উৎপন্ন হয়। বনের মধ্যে এক প্রকার ঝাউ ও ধান গাছ জন্মে। তাহাদিগের পাতা ঝাড়া দিলে এত লবণ পাওয়া যায় যে যদ্যপি কোন দিন গৃহে লবণ না থাকে তাহা হইলে পাতা ঝাড়া দিয়া তত্রত্য লোকেরা লবণ লইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত সুন্দর বন অতি স্বাস্থ্যকর স্থান কিন্তু বর্ষাকালে জ্বর ও গ্রীষ্মকালে ওলাউঠায় বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হয়।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

অদ্ভুত বিচার।

সম্প্রতি এই জেলায় কয়েকটি আশ্চর্য্যজনক মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। ইংরেজাবাদস্থ মিউনিসিপালিটীর দক্ষিণ সীমায় সাবেক গৌড় রাজ্যের একটী বাঁদ আছে। তাহা এক্ষণে রাস্তারূপে পরিণত হইয়াছে। উহার দুই পার্শ্বে বহুকাল অবধি অনেক গুলিন আম্র বাগান ও তুঁতের ক্ষেত্র আছে। ঐ সকল বাগান ও ক্ষেত্রস্বামীরা একাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি সকল বাগানের মধ্যে একটী বাগান শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার এক জন এজেণ্ট ঐ দখলিকৃত জমী অর্থাৎ বেড়ার ভিতর হইতে মাটী কাটীয়া ঐ বাগানে একটী ঘর নির্ম্মাণ করেন। ঐ স্থানে মাটী কাটা কালে এই জেলার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার রাস্তা ঢালু স্থানের মাটী কাটা হইতেছে বলিয়া ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট রিপোর্ট করেন রিপোর্ট পাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার আজ্ঞা দেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ঐ রাস্তা তাহার অধীন নয় বলিয়া আপত্তি করায় মিউনিসিপাল ওভরসিয়ার বাবুর প্রতি ভার অর্পণ হয়। গত শুক্রবার প্রাতঃকালে মাজিষ্ট্রেট সাহেব, দারগা, ও মিউনিসিপাল ওভরসিয়ার এই তিন জনে গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনেন ও ঐ দিন প্রায় একটার সময় তাহাকে আদালতে হাজির করিয়া দুই মাস কারাবাসের আজ্ঞা দেন। কি ভয়ানক! যে ব্যক্তি কারাবাসে গেল সে এই বিষয়ের জন্য পূর্ব্বে কোন নোটীস পায় নাই, কিম্বা সে সরকারি রাস্তা কাটিয়াছে কি না তাহার নিকট সে বিষয় কোন প্রমাণ লওয়া হয় নাই। জমী একাল পর্য্যন্ত সে দখল করিয়া আসিতেছে কি না এ বিষয়ও তাহার নিকট কোন প্রমাণ লওয়া হইল না। প্রাতঃকালে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধরিয়া আনিলেন, বেলা একটার মধ্যে তাহার দুই মাস কারাবাসের আজ্ঞা হইল। এই ভয়ানক বিচার দেখিয়া যাবতীয় লোক সশঙ্কিত হইয়াছেন। আবার ঐ রূপ কেবল একব্যক্তির পক্ষে ঘটিয়াছে এমন নয়, আরও দুই ব্যক্তিকে ঠিক ঐ রূপ এক সময়ে কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে। যাহারা কারাগারে গেল তাহাদের প্রতি যে কি অপরাধে এই প্রকার আজ্ঞা হইল তাহা তাহারা বা অপর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না। এই প্রকার বিচার হইলে এই জেলার লোকের এখানে বসতি করা যে ভার হইয়া উঠিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

একান্ত বশম্বদ।
অত্রস্থ জনেক আমলা
জেলা মালদহ ইংরেজাবাদ।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীঃগোবর ডাঙ্গা—মাপ করিবেন পুনঃ২ এক বিষয়ে প্রস্তাব প্রকাশ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

শ্রীমতী ময়ুরাক্ষী নদী—পত্র প্রেরক এই নাম ধারণ করিয়া কেন যে পত্র খানি লিখিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পত্রের মর্ম্ম এই। বীরভূমের অন্তর্গত কুণ্ডলা নামক এক খানি গ্রাম আছে। এখানকার ভূম্যধিকারী বাবু পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি। ইহার যত্নে ইংরেজী বিদ্যালয়, ডাকঘর, ঔষধালয় প্রভৃতি সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু সাতক্ষিরা হইতে কুণ্ডলা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা যাহাতে প্রস্তুত হয় পরেশ বাবুর তাহাতে মনোযোগ নাই। পত্র প্রেরক বলেন এই রাস্তাটী হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে। তাহা যদি হয় এবং পরেশ বাবুর যদি ক্ষমতাধীন হয় তাহা হইলে আমরা ভরসা করি তিনি সত্বর যাহাতে রাস্তাটি প্রস্তুত হয় তাহার যোগাড় করিবেন।

শ্রীঃ—সাতক্ষীরার ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন। ডেঃ বাবুর যত্নে উক্ত সব ডিবিসনের নানা স্থানে স্কুল খোলা হইয়াছে এবং অন্যান্য সদনুষ্ঠানও হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সার্ষা গ্রাম খানি তাঁহার সকরুন দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। এই গ্রামে অন্যূন এক শত ঘর ব্রাহ্মণের বসতি। তদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতি বিস্তর আছে। কিন্তু গ্রাম খানি এরূপ জঙ্গলময় যে উহাতে নিয়ত ব্যাঘ্র বাস করে এবং অনেক গো মহিষাদি তাহাদের উদরস্থ হইতেছে। সম্প্রতি আবার এখানে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়া গ্রাম খানি উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পত্র প্রেরক সাতক্ষীরার ডেঃ মাজিষ্ট্রেটকে সানুনয়ে অনুরোধ করিয়াছেন যে তিনি যেন এই গ্রাম খানির প্রতি কটাক্ষ পাত করেন।

শ্রীঃ—অম্বিকাচরণ ঘোষ মহিষাগুনী—আধুনিক বঙ্গের অবস্থা এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন;—"যে অবধি বঙ্গের জল জঙ্গলাবৃত অধিকাংশ মৃত্তিকা মনুষ্যের ভবন অথবা শষ্যক্ষেত্র রূপে পরিণত হইয়াছে; এবং দেশের বিশেষ শস্যশালী নদী তীরস্থ ক্ষেত্রের অধিকাংশে বিলাতীয়দিগের করতলস্থ হইয়া রং মসল্লার আকর হইয়াছে আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গ বলি। যে অবধি কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত মৃত্তিকার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে অথচ দেশের শিরোমণি মধ্যবিৎ লোকের অবস্থা দিন২ মন্দ হইতেছে অথচ উকীল মুন্সেফ ডেঃ কলেক্টর কেরানী আমলা ডাক্তার প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গ বলি। যে, অবধি আউস ধান্য মাসকলাইদাল ইলিস অথবা রোহিৎমৎস্য ও প্রচুর ঘন দুগ্ধের পরিবর্ত্তে বাঁশ ফুল চাল মুগের দাল বাঁশপাতা গেরালি মৎস্য ও অল্প পরিমাণে বলকা দুগ্ধ মধ্যমাবস্থ শিক্ষিত যুবকগণের আহার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে আমরা তাহাকে অধুনিক বঙ্গ বলি। যে অবধি পতিসেবানুরক্তা বঙ্গ মহিলাগণ কার্পেট বুনিতে ও নানাবিধ নাটক পড়িতে শিখিয়াছেন ও সময়াভাবে সামান্য গৃহকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, শাশুড়ী নদদিনী অথবা দাস দাসী অভাবে পরম পাপী অর্থাৎ স্বামী স্বহস্তে রন্ধন করেন আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গ বলি। যে অবধি বঙ্গ মহিলাগণ অনূঢ়াকালে বিদ্যালয়ের গৃহে দৌড়া দৌড়ি করিয়া ও পুরুষের নিকট লেখা পড়া শিখিয়া স্ত্রীজনোচিত কমনীয়তা ও লজ্জা শীলতা হারাইয়াছে ও চারুপাঠ ও বোধোদয় প্রভৃতির প্রভাবে গ্রন্থ লিখিতে শিখিয়া সমালোচকদিগকে জ্বালাতন করিতেছ ও দেশের ধন ভাগ ক্ষয় করিতেছে আমরা তাহাকেই আধুনিক বঙ্গ বলি। যে অবধি পশ্চিম দেশীয় রীতি নীতি ও শিক্ষা বঙ্গ সমাজে প্রবেশ করিয়া বহুলাংশে প্রাচীন আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন ও নূতন প্রবর্ত্তন হইয়াছে আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গ বলি।"

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।